অকাল কুসুম,

অথবা আজমীর-রাজতনয়া।

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক বিরচিত।

THE

AKÁL KUSUM,

OR

THE PRINCESS OF AJMEER.

BY

KALEEBER BHUTTACHARJEA.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SUCHARU PRESS, BY LALL CHAND BISWAS, FOR THE PROPRIETOR.

1869.

উৎসর্গ।

-∽∽-

আসীম বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! স্নেহের পুরস্কার এক ভক্তি, আর সম্মান। আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, আমি তদনুরূপ পুরস্কার করিতে অক্ষম। তথাপি যৎকিঞ্চিৎ পুরস্করণ প্রত্যাশায় এই কুরূপা আজমীর-রাজতনয়াকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে বাসনা জন্মিয়াছে। এখন যথা বিধানে উৎসর্গ করিলাম, আপনি উদ্দেশ্য দেব, গ্রহণ করিলে কৃতকৃত্য হইব। “অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ” মহাত্মাগণের প্রতিষ্ঠা প্রভাবে সাধারণ প্রস্তরেও দেবত্ব ভাব জন্মে, তা আপনার আশ্রিতা হইলে ইন্দুমতী কি কিছু প্রতিষ্ঠার পাত্রী হইবে না।

অনুগত শুভাকাঙ্ক্ষি

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য।

সন ১২৭৬। তাং ১০ শ্রাবণ।

অকাল কুসুম

অথবা আজমীর রাজতনয়া।

"মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং
তৃষা মহত্যা পরিশুষ্কতালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতাঃ"

বসন্তের অন্ত হইলে ভগবান্ কিরণমালী দারুণ নিদাঘে অধিরোহণ করিলেন; ক্রমে চতুর্থ দিন গত হইল, পঞ্চমী উষা আগত; পঞ্চমী উষারও লয় হইল, মধ্যাহ্ন উপস্থিত; এখন দিনমণি মধ্যাম্বরে সমুদিত হইয়া অগ্নিধারার ন্যায় কিরণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড ময়ূখমালায় বিহগকুল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বিচরণে অথবা আহারান্বেষণে বিরত হইয়া স্ব স্ব নীড়ে অবস্থান করিতেছে। নলিনী পত্রের সুশীতল ছায়ায় মীন ও মরালগণ স্তিমিতভাবে অবস্থান করিতেছে। মৃগকদম্ব জলরাশিভ্রমে উত্তপ্ত বালুকাময় প্রদেশে ধাবিত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে উদন্যাকুল চাতকের রব শুনা যাইতেছে; গ্রীষ্মের দারুণ প্রভাব; কেহ কোথাও যাইতেছে না বা আসি-

তেছে না; জীবলোক যেন স্তব্ধীভূত; নগর সমুদায় বিবিক্ত, আর বন সকল জীবশূন্য।

এই মধ্যাহ্ন সময়, যাহার চতুর্দ্দিগ্ রাজপূত রাজ্য বেষ্টিত আর অদূরে নর্ম্মদা নদী, সেই আজমীর দেশীয় কোন এক প্রান্তর দিয়া এক অশ্বারোহী যুবা যাইতেছিলেন। যুবা বহুক্ষণ পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এখন বিশ্রামের জন্য কোন এক মহচ্ছায় তরুর অন্বেষণে নেত্র চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নচ্ছদ শ্রান্তি-সুলভ-চঞ্চলতা ধারণ করিল; ভ্রূযুগের সহিত ললাটত্বক্ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরু নিকটে নাই, চলিলেন। তরু নিকটে নাই, আবার চলিলেন।

এবার দূরে, শ্যামলচ্ছবি নিবিড়চ্ছদ একটী তমাল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ভ্রমণকারীর ক্লিষ্ট হৃদয়ে ভরসার ও আনন্দের সঞ্চার হইল। অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চলিলেন, তরু নিকট হইল, ক্রমে তল প্রাপ্ত হইলেন; স্নিগ্ধচ্ছায় তমালের তল প্রাপ্ত হইয়া পথিক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

যাহারা মৃগয়া অথবা আহব-প্রিয়, বাহনই যাহাদের ধন ও একমাত্র সহায়, বাহনই তাহাদের সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা, অধিক কি আত্মাপেক্ষা, প্রিয়তম। পথিকের ঘোটক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল, শরীরে ঘর্ম্ম বহিতেছিল, অশ্বনায়ক অগ্রে ইহা দেখিয়াছিলেন,

সুতরাং আত্মপরিচর্য্যা উপেক্ষা করিয়া অগ্রে বাহনের স্বাস্থ্য বিধানে ব্যাপৃত হইলেন। অশ্বকে শূন্য পৃষ্ঠ করিলেন, বল্গা ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ গতি করাইতে লাগিলেন। অদূরে একটী ক্ষুদ্র পল্লল ছিল, জল আনিয়া পান করাইলেন। পথিক এখন স্বয়ং পল্ললজলে শরীর ধৌত এবং জলপানদ্বারা পিপাসার শান্তি করিলেন। অশ্ব পল্ললপ্রান্তে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করতঃ বালশষ্প সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল, পথিক তমাল তরুর মূলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

যে তরুর স্নিগ্ধচ্ছায়া পথিকের মন ও প্রাণ জুড়াইতেছে, ইহার অনতিদূরে বন; বনও অতি নিবিড়; পাদপটী ঈদৃশ স্থলে অবস্থিত, যেন এই পাদপই শঙ্কু স্বরূপ হইয়া মহারণ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যে স্থলটী কানন ও প্রান্তর সংযোগ করিতেছে, পথিক ঐ দিকে নয়ন রাখিয়া অর্দ্ধোপবেশনে আছেন তরুর সুশীতল ছায়ায় যুবকের দৈহিক শ্রান্তির হ্রাস হইয়াছিল, এখন আলস্যের আবেশ হইতে লাগিল, আবার অদূরবর্ত্তী মহারণ্যের স্বভাব সৌন্দর্য্য তাঁহার মন অভিভূত করিয়া অক্ষিদ্বয় আকর্ষণ করিল। পথিকও ফিরাইলেন না, কাননের স্বভাব শোভায় অক্ষিদ্বয় নিমগ্ন করিলেন।

নয়নে আলস্যের আবেশ, স্থিরভাবে দেখিতেছেন, বনান্তরাল অতি রমণীয়, সুপরিষ্কৃত, শান্তি-

রসাস্পদ। আহা! পাদপ সকল এমনি শ্রেণীকৃত, কে যেন রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও শান্তিরসের উদয় হয়। ইতিপূর্ব্বে বনরাজী যে, বাসন্তী শোভায় সুশোভিত ছিল, তারুণ্যপূর্ণ শ্যামলদলে যে, তরুরাজী সজ্জিত ছিল, দর্শনকারী যুবার ইহা স্পষ্ট অনুভূতি হইল। কিন্তু এখন ভাস্কর দেব অনলোপম রশ্মিশায়ক বর্ষণ করিয়া বৃক্ষগণকে বিরলপত্র করিয়াছেন। বিরল পত্রের অন্তরাল দিয়া অগ্নিতুল্য ধারাকৃতি কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। পতিত পত্ররাশির অভ্যন্তরে অর্দ্ধলুক্কায়িত দুই একটী পক্ষী আহারান্বেষণ করিতেছে, কেহবা চিকু কুচি ধ্বনি করিতেছে। যাহা যাহা দেখেন, সে সকলই অর্দ্ধশয়ান যুবার হৃদয়ে আনন্দাবেস উচ্ছ্বসিত করে, পথিকের হৃদয়ে কবি-হৃদয়োচিত কত প্রকার ভাব উঠিতে লাগিল।

কাননের ভয়ানক ও শান্ত রসসম্ভূত চিত্তবিমোহিনী শোভা সন্দর্শনে পথিক মনে২ ভাবিতেছেন, লোকালয় কৃত্রিম শোভায় পরিপূর্ণ এজন্য কৃত্রিম শোভার সহবাসে অসহমানা প্রকৃতি দেবী যেন জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া কাননাভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। আর মৃদু-পবন-বিধূত লতাগ্রভাগের ঈষচ্চঞ্চল ভাব দেখিয়া মনে করিতেছেন যে বায়ু দলক্রীড়া-প্রিয় হইয়া লতাবধূদিগের সহিত নৃত্য করিতেছে।

মাধ্যাহ্নিক নিদাঘ-সমীরণ অত্যন্ত উষ্ণ হই-লেও লতালিঙ্গিত পাদপদলে, জটীল নিকুঞ্জপুঞ্জে ও নির্ঝরজলে আঘাত পাইয়া আসিবাতে কিছু শীতল স্বভাব হইয়াছিল। পথিক একে গতক্লম হই-য়াছেন, তাঁহার নয়ন মন সকলই রমণীয় স্বভাব শোভায় নিমগ্ন, আবার শীতল বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ বীজন করিতে লাগিল। তন্দ্রাদেবী এখন সময় বুঝিয়া যুবার নেত্রক্ষেত্রে আবির্ভূতা হই-লেন; ক্রমে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন; পথিক অচেতন প্রায়।

প্রগাঢ় সুষুপ্ত্যাগমে পথিকের চেতনা বিলুপ্ত; রজোরাশিই বীরদেহের শয়নীয় আর বামবাহু উপ-ধান হইল।

সূত্রের ন্যায়, সূক্ষ্ম সূর্য্যরশ্মির যে দুই একটী ধারা পাতার অন্তরাল দিয়া আসিতেছিল, উহা সেই মহত্ত্বের আসন স্বরূপ শান্তাভ ললাটদেশে পতিত হইয়া বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিগম করিতে লাগিল। এই রূপে কতক্ষণ যায়, একটী জীর্ণবৃন্ত তমালদল সমী-রণাঘাত সহিতে না পারিয়া নিদ্রিতের বিশাল বক্ষে পড়িয়া আঘাতিত হইল। নিদ্রা অমনি ঈষত্ চঞ্চলা, আবার তন্মুহূর্ত্তে বনানিলের সহিত এক প্রকার শব্দ আসিয়া তাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিল। নিদ্রা অমনি পথিকের হৃদয় পরিত্যাগ করিলেন। পথিকের

নেত্রযুগল একেবারে উন্মীষিত হইল। চকিত ও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

যে শব্দ যুবকের হৃদয় হইতে নিদ্রাদেবীকে অপসারিত করিল, সে শব্দটী মিশ্রজাত। যুবকেরও বোধ হইল যে, তিনি যুগপৎ দুইটী শব্দ শুনিয়াছেন; একটী মধুর ও একটী কঠোর; যেন বংশী নিনাদযুক্ত অশনিধ্বনি। ভাবিলেন, কি শুনিলাম? যেন দুইটী শব্দ; তন্মধ্যে একটী বংশীস্বনতুল্য, তা এ গহন কাননে কে বংশী বাজাইবে? আর একটী বজ্রপাত তুল্য, আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, মেঘ নাই; তবে কি স্বপ্ন? না।

প্রবল বাত্যাঘাতে সাগরে যাদৃশ তরঙ্গ উত্থিত হয়, যুবার হৃদয়সাগরে তাদৃশ চিন্তাবেগ উদ্বেল হইল; প্রিয়জনের অবশ্যম্ভাবি বিপদাশঙ্কায় চিত্তে যাদৃশ অপ্রসাদ সমুদ্ভূত হয়, শোক উচ্ছলিত হয়, পথিকের মন তদবস্থা প্রাপ্ত হইল।

আবার সেই কোমলতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর রব হইল এবার ঐ শব্দ যে দিক্ হইতে আসিল, পথিকের অক্ষিদ্বয় রজ্জ্বাকৃষ্ট করিয়া কে যেন সেইদিগে ফিরাইল। নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মনও ফিরিল; চরণও সেই দিকে যাইবার জন্য যেন স্ফুরিত হইল। পথিক আর বিলম্ব করিলেন না; সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়াই চলিলেন।

প্রথমে কিছু লক্ষিত হইল না। যাইতেছেন,

ক্রমে শব্দাগমের অনুমেয় প্রদেশ নিকট হইয়া আসিল, যাইতেছেন; সহসা যুবার নেত্রপটে (বিদ্যুৎ চমকিতের ন্যায়) এক প্রকার পদার্থ বিম্বিত হইল। সে ভীম ও কান্তদর্শন পদার্থ দ্বয়। আর যাইতে পারিলেন না, বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন; তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার নেত্রে যে পদার্থ দ্বয় প্রতিফলিত হইল, সে শমন সোদর ভীমদর্শন এক শার্দ্দূল আর বাজি বাহিনী প্রতি করে তরবার ধারিণী একটী কামিনী। (ইনি নবীনা।)

শত বা সহস্র দর্শনীয় পদার্থ থাকিলেও, শত বা সহস্র প্রতিবন্ধ থাকিলেও, শিশুগণের দৃষ্টি যেমন রাগ রঞ্জিত পদার্থে আকৃষ্ট হয়, যুবতী সম্বন্ধে যুবকের দৃষ্টিও তদ্রূপ। শার্দ্দূলের ভীষণ মূর্ত্তি অথবা কাননের রমণীয় শোভা, কিছুই যুবার দৃষ্টিরোধ করিতে পারিল না। যুবার নয়নদ্বয় সেই নবীনার অসীম সৌন্দর্য্য-মহিম দেহে স্থির হইয়াই রহিল।

"এতাঃ প্রবিশ্য হৃদয়ং সদয়ং নরাণাং
কিন্নাম বামনয়না ন সমাচরন্তি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ত্বং কিমভীরু ররার্জ্যসে।"

ঐ বনবিহারিণী কামিনী, যাহার দেহায়াতনের রমণীয়তা অবধারণ করিতে পথিকের নেত্রের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল, তিনি কি স্বচ্ছন্দে আছেন? না বিপন্না—শার্দ্দূলের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।

শার্দ্দূল এক এক বার ভয়ঙ্কর নিনাদ করতঃ উৎপতিত হইতেছে, নবীনা ফলক ক্ষেপদ্বারা শার্দ্দূলের আক্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন। চাকচিক্যময় তরবারি প্রহারদ্বারা শার্দ্দূলবধে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু চেষ্টা বিফল হইতেছে। হিংস্রের নখরাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত তথাপি আত্মত্রাণার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। প্রাবৃট্সম্ভূত অম্বুধারা যেমন পাদপদল ভেদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তদ্রূপ ভামিনীর স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ হইতে নীলাভ পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া রক্ত বিগলিত হইতেছে। বহুক্ষণ রক্ত ক্ষরণে তাঁহার শরীর ক্রমে নিঃশক্তি হইয়া আসিল; হস্ত আর চলেনা; তিনি বুঝিলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আর মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলে তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাণ বিনাশের

সম্ভাবনা। তাহাতে আবার বাহনটী প্রাণত্যাগ করিল; দেখিয়া জীবন-আশা ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল।

পথিক একটী পাদপের অন্তরালে থাকিয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন, আর ভর্ত্তৃহরির—

" হিরন্ময়ী শাল লতেব জঙ্গমা,
চ্যুতাদিবঃ স্থাস্নুরিবা চির প্রভা"

কবিতাটী বারম্বার পাঠ করিতেছেন।

নবীনার রূপে যুবকের পক্ষপাত হইয়াছিল, সুতরাং যাহা দেখিলেন, মনে মনে তাহারই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহা! দেহ কি লাবণ্যময়; কান্তি স্বর্ণোজ্জ্বল অথচ কোমল; নেত্র কোকনদের ন্যায়; ওষ্ঠ বিদ্রুম বিনিন্দিত আর মুখমণ্ডল যেন অর্দ্ধোৎফুল্ল পঙ্কজের শোভা বিকাশ করিতেছে। যৌবনরসে শরীরের পূর্ণতা আরম্ভ হইয়াছে, সংক্ষোভ নাই, গর্ব্বভাবও নাই; অতীব প্রশান্ত।

এখন অপরাহ্ণ। অপরাহ্ণ বশতঃ পথিকের ছায়া যুবতীর সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, যুবতী দেখিয়াছিলেন কিন্তু প্রাণভয়ে এমনি ব্যস্ত, এমনি ব্যাকুল, যে পশ্চাৎ ভাগে ফিরিতে পারিলেন না, তথাপি আপনাকে সহায়বতী ভাবিলেন, কহিলেন, শার্দ্দূল-দশনাঘাতে অভাগিনীর জীবনপ্রদীপ বুঝি নির্ব্বাণ হয়, যদি কেহ থাকেন, রক্ষা করুন।

অমনি কামিনীর পশ্চাদ্দেশে একটী শব্দ হইল, তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন, আবার সম্মুখেও ভীমরব। তৎক্ষণাৎ বৃহদাকার হিংস্রের পতন, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন—চক্ষুর্দ্বয় ভাস্করের ন্যায় প্রোজ্জ্বল, বজ্রা-পাততুল্য দশন-বিলোড়ন, সামুদ্রিক ফেন তুল্য লালোদ্গম, উৎসনিঃসৃত সলিল প্রবাহের ন্যায় রক্ত প্রবাহ—। পথিক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, শার্দ্দূল পঞ্চত্ব পাইতেছে।

ব্যাঘ্র চির নিদ্রিত হইল। নেত্রদ্বয় নির্নিমেষ; আর সে তর্জ্জন গর্জ্জন, আর সে বিকট বদনব্যাদান, দুর্দ্ধর্ষ নখরাঘাতে ক্ষিতি-বিদারণ, কিছুই নাই; শার্দ্দূল নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইয়া পতিত রহিয়াছে। সহসা ব্যাঘ্রের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া নবীনার কোমলান্তঃকরণে বিস্ময় জন্মিল, কৌতূহলও হইল। ধরা-শায়ী শার্দ্দূলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, আর ভাবি-লেন, দুরাত্মা বুঝি অসি-সঞ্চালন সত্বে আমাকে উদরসাৎ করা সাধ্যায়ত্ব নহে বিবেচনা করিয়াই আমার কার্য্যান্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমে বিশ্বাস আসিয়া ব্যাঘ্রের বিনাশকে তাঁহার সরল মনে স্থান দিল, অমনি নেত্রদ্বয় হর্ষ বিকসিত হইল, এখন তিনি ভূতপূর্ব্ব শব্দের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন।

শার্দ্দূল-হন্তা যুবা পশ্চাৎভাগে থাকিয়া যুবতীর প্রভাসম্ভার দেহের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ দ্বারা নিজ নয়ন-

দ্বয় পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, সেই বিস্তৃত নয়নার নেত্র যুগল আরও আয়ত হইয়া পশ্চাৎ ভাগে ফিরিল। তন্মুহূর্ত্তে যদি নিরম্বুদাম্বরে হটাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইত, তথাপি সেই নবীনা তাদৃশ চমৎকৃতা হইতেন না। তাঁহার সম্মুখে রাজপূত-পরিচ্ছদধারী বিশালোরস্ক চারুদর্শন এক জন বীর পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন।

নবীনা কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইলেন, শঙ্কিতাও হইলেন, দেখিলেন, যিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, দক্ষিণে করবাল, বামে আগ্নেয়াস্ত্র, যৌবন-রস তাঁহার শরীরে পূর্ণতা পাইয়া অনুদ্ধতভাবে প্রকাশ পাইতেছে, বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ, শিরোদেশে উষ্ণীষ, মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃ গাম্ভীর্য্য শীতল, উষ্ণীষের রত্ন-প্রভার সহিত স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে আর এক প্রকার মনোজ্ঞ-ভাব ব্যক্ত হইতেছে। বোধ হয় যেন, তাঁহার হৃদয় ভাণ্ডার সন্তোষ-রত্নে অথবা কোন অনিরূপ্য অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যুবতী এখনও যুবকেরদিকে নিশ্চল চক্ষে চাহিয়া আছেন।

যখন সেই প্রিয়দর্শন প্রশান্ত মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল, যখন তাদৃশ আকার প্রকার, তাদৃশ পরিচ্ছদ পারিপাট্য অবলোকন করিয়া তাঁহাকে হীনপদবীস্থ বলিয়া বোধ হইল না; এবং উৎসাহ-

পূর্ণশান্তজ্যোতির আভায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিয়া এক জন অসামান্য উচ্চ পদাভিবিক্ত বীর পুরুষ, অথবা রাজপুরুষ না ভাবিয়া থাকিতে পারিলেন না, তখন আর ক্ষণমাত্রও আগন্তুকের দেহে দৃষ্টি রাখিতে সমর্থা হইলেন না। এখন নয়ন ব্রীড়া বিকুঞ্চিত করিয়া কে যেন মৃন্মুখী করিল।

উভয়েই অচলবৎ; অপরিচিতা কুলাঙ্গনার মনে পাছে আমার চিত্ত বিকার অনুভূত হয়, যুবক এই ভাবিয়া নিজ নয়ন যুবতীর লাবণ্যময় দেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে রাখিলেন। কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। নবীনা নিঃশব্দে অনুপদীনার অগ্রভাগ দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ চাপিতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন?

যুবকও স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কি ভাবিতেছেন? তিনি ভাবিতেছেন।—

"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমাযদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু, প্রমাণ মন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥"

সন্দেহ নাই, এ শুদ্ধান্ত সেব্য উজ্জ্বল রত্ন!

বিজনবনে কে আনিল?—ক্রমে পরিচিকীর্ষা বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। চিত্ত বিকার প্রকাশের আশঙ্কা আর ভদ্রতা যে, যুবার বাক্য রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সহসা তিরোহিত হইল। কহিলেন, বালে আমার মন তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সাতিশয়

ব্যাকুল হইতেছে, যদি প্রকাশে প্রতিবন্ধ না থাকে তবে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করুন।—

যুবতী উত্তর দিলেন না, মৃন্মুখী হইয়াই রহিলেন, পর্য্যটক উত্তর পাইলেন না, আবার কহিলেন।

যদিও আমি অপরিচিত, যদিও আমার সহিত আপনার কখন সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু আপনার অনন্য সাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়াছি; আপনাকে কোন মহৎকুল-সম্ভবা বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। বোধ হয় ও কমনীয় দেহ আর কখন আতপতাপিত বা শোণিত সিক্ত হয় নাই।

নবীনার মরালগ্রীবা ঈষৎ উন্নত হইল; কপোল দেশে (কি জানি কি জন্য) ঈষৎ বিকাশভাব ব্যক্ত হইল; আবার বিদ্রুমবিনিন্দিত ওষ্ঠ যেন স্ফুরিত হইল; যুবা চুপ্ করিলেন, ভাবিলেন বুঝি উত্তর দিতেছেন।

উত্তর দিলেন না।

তিনি দেখিলেন উত্তর না; আবার কহিলেন অবশ্য, অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে অবরোধ-বাসিনীদিগের সংকোচ উপস্থিত হয়; কিন্তু যাহার দেহের রক্তবহা ধমনীরাজপুত্র কুলচূড়া মহারাজ নয়ন পালের শোণবিন্দু বহন করিতেছে, তাহাদ্বারা এক জন কুলাঙ্গনার কদাচ অনিষ্ট হইতে পারে না। যাহা হউক, আপনার শার্দ্দূল-সংগ্রামের শ্রান্তি এখনও অপনয়ন হয় নাই,

আসুন, এই পুরোবর্ত্তী পাদপের আশ্রয়ে আসুন; সুস্থ হইলে পর ইচ্ছা হয় আমার শ্রবণোৎসুকচিত্ত ক্ষেত্রে পরিচয়-সুধা সিঞ্চন করিবেন, না হয়, বাটী যাইবেন, আমি আপনার পথের নির্ভীকতা সম্পাদন করিব। পথিক এই বলিয়া সেই মহীরুহোদ্দেশে দুই চারি পা গমন করিলেন।

নবীনাও যেন সম্মতা। (কি ভাবিয়া, কে বলিবে) বোধ হয়, একে শ্রান্তা, তাহাতে আবার রক্ষিতা যুবার আগ্রহ যেন তাঁহাকে অনুগামিনী হইতে অনুরোধ করিল। ক্ষীণস্বরে কহিলেন, চলুন।

যাইতেছেন; প্রথম পাদবিক্ষেপে চরণ আর চলেনা; সংকোচ ভাব যেন তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে চাহে, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না (ফিরিবেন বা কেন) স্বীয় জীবন দাতার পশ্চাৎ চলিলেন।

এখন প্রদোষ কাল। অল্পাগ্রেই আদিত্য অস্ত-মিত হইতেছিলেন। তাপের বিগম, অন্ধকারের অনুদয়-প্রযুক্ত এই সময় অতি রমণীয়। সন্ধ্যানিল মন্দ মন্দ প্রবাহে বহিতেছে। চরাচর যেন গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিল। কেবল বিহঙ্গকুলের কর্ণ-রসায়ন কাকলী রব শুনা যাইতেছে। তাহারা কতক মণ্ডলাকারে, কতক সরল রেখার অনুকারী রাজীবদ্ধ হইয়া আকাশ পথে যাইতেছে। এতক্ষণ যে, পশ্চি-মাম্বরে স্বর্ণধারা ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা নৈশ নীলী-

মায় আবৃত হইয়া আসিল। কিন্তু এখনও অন্ধকার সেই ললনার স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ সম্যক আবৃত করিতে পারে নাই। এখনও যুবতী শরীরে শোণিতরাগ দেখা যাইতেছে। এই সময় উভয়ে সেই মহীরুহের মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবা পাদপ মূলের নিকট প্রদেশে হস্ত দ্বারা দেহভার পৃথিবীতে রাখিয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ বঙ্কিম হইয়া প্রদোষাম্বরের অভিমুখে আছে। তিনি যেন প্রদোষাম্বরের সৌন্দর্য্য-সুধা নেত্রদ্বারা পান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শ্রবণ যুগল ঐ নবীনার কমনীয় মুখমণ্ডলের অভিমুখে বোধ হয় কিছু শুনিবার জন্য সমাধিত রহিয়াছে। নবীনাও যেন কি বলিতেছেন।

এখন বিটপীমূলে উপবিষ্ট ব্যক্তি দ্বয়, যাঁহারা পরস্পরে অপরিচিত, যাঁহাদের উপবেশনে ঐ মহীরুহের তলভূমী অলঙ্কৃত হইয়াছে, উহাঁরা কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। যিনি যুবা, বীরোচিত পরিচ্ছদধারী, যাঁহার পরিমিত দেহে কান্তি ও নবতা

পূর্ণতা পাইয়াছে; মুখমণ্ডলে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য মহিমা নির্গরিমভাবে প্রকাশ পাইতেছে; উনি সেই পূর্ব্ব-পরিচিত পথিক, "রাজপুত্র কুলচূড়া মহারাজ নয়ন-পালের শোণবিন্দু" ইহাতেই আমরা উহাঁর পরিচয় পাইয়াছি, আর পথিক বলিতে পারি না, উনি যুবরাজ অজয়চন্দ্র।

আর যিনি নবীনা, যাঁহার কাঞ্চনোর্জ্জ্বল দেহ নীলাম্বরের পরিচ্ছদে সম্বন্ধ এবং অকরস্পৃষ্ট বিকচোন্মুখ কমলাভ মুখমণ্ডল অনাবৃত রহিয়াছে, দেখিলে এই রূপ শোভার সহিত সম্যক্ সংগতি হয়, যেন একটী বিকচোন্মুখ পদ্ম তরঙ্গহীনা শরত্তরঙ্গিনীর অচঞ্চল নীল জল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; এখনও বায়ুস্পর্শ হয় নাই। উনিই সেই কান্তার-বিহারিণী কামিনী, উনিই বিপিনে শার্দ্দূলাক্রান্তা হইয়াছিলেন।

এখন বলিতে হইল, যুবকের সহিত ললনার যতক্ষণ একাধিকরণ্য হউক না কেন, আর এপর্য্যন্ত তাঁহার মনে ললনার চরিত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার বিতর্কের উদও না হউক, পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে ললনা স্বৈরিণী। এই যৌবন সময়ে যে একাকিনী বনবিহারে সাহস করে, সেকি স্বেচ্ছা চারিণী নহে? সে স্বৈরিণী, আর তাহার সলজ্জভাব কপটতা।

বলিতে পারেন; সময়-সহকারে কার্য্যের আশ্চর্য্য প্রভাব; কুলাঙ্গনাকেও বারাঙ্গনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যাহাদের আভ্যন্তরীণ লক্ষণ অটল, সময়ে তাহাদের দুই একটী বাহ্য লক্ষণমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইনি পুরাঙ্গনা; দেখ পাঠক! বিশেষ করিয়া দেখ! বিশেষ দর্শনের নিকট সংশয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। আহা কি লাবণ্যপূর্ণ সরল দৃষ্টি! ইহাতে কি আর সংশয় থাকে? বারাঙ্গনার নেত্রে কি অমন সারল্য, অমন অচঞ্চলতা থাকে? অমন মধুর সলজ্জভাব অমন ভাবে থাকে; তাহাদের নেত্রে অমন শান্ত জ্যোতি কোথায়? নিরন্তর নেত্রপত্র দলনে তাহাদের নেত্র হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি চ্ছুরিত হইতে থাকে। কপটতা! ক্রূর কটাক্ষ কত ক্ষণ কপটতায় আবৃত থাকে? যে ললনা সুতীক্ষ্ণ অপাঙ্গভঙ্গি শিখিয়াছে, ভঙ্গীকৃত ভ্রূচাপে ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে অভ্যাস করিয়াছে, লক্ষ্যের পদার্থ সম্মুখে দেখিলে সে কত ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? পাঠক! সংশয় করিবেন না; ইনি পুরাঙ্গনা, যত্নপালিতা উদ্যান-লতিকা; নবোদ্ধতা অথচ অপুর্ণা, অদ্যাপি কোন পাদপ-সংস্পর্শী হন নাই; মনোহর কান্তির ক্ষীণতাও হয় নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; যে, লোচন-লোভনীয়া উদ্যান পালিতা লতা কাননে কেন? কেন; এই

বাক্যের প্রকৃতোত্তরে যদি কাহারও সুখপ্রস্যন্দিনী উৎস নিরুদ্ধ না হয়, তবে বলি।

সাময়িক গতি বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়; সুখ-সৌভাগ্য-পদ্ম তাহার কুলজলে অবস্থিত; কখন যে কোন হিল্লোলে বিনষ্ট হয়, কে বলিতে পারে? আজ যিনি দেব তুল্য, মর্ত্ত্যে পূজনীয়, যশঃখ্যাতি অমৃত-তরঙ্গিনীর ন্যায়, কালের কুটীল প্রবহনে কাল সমুদায় বিনষ্ট হইতে পারে। যত্নে তৃণ কাষ্ঠও সহস্রবৎসর সংরক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বিলয়কাল উপস্থিত হইলে বহ্বায়াসেও অরক্ষণীয়।

সম্মুখে উপবিষ্টা ঐ কামিনী, যিনি রাজপুত্রের শৌর্য্যবলে আজ্ জীবিতা, উহাঁর অব্যবহিত অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে, বর্ত্তমান অবস্থাকে ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইবে।

শুনিয়া থাকিবেন যে, বিখ্যাত গেহলোট বংশীয় মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র যিনি আজমীর রাজ্যের পালয়িতা; যাহাঁর ভুজবলে আজমীর স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে আছে, ইনি তাঁহারই প্রিয়তমা দুহিতা। এই দুহিতাটী ভিন্ন মহারাজের অপত্যস্নেহের অধিকারী আর কেহই নাই; সুতরাং প্রাকৃতিক সমুদায় অপত্যস্নেহ অটল ও অবিভক্তরূপে এই কন্যাতেই স্থাপিত আছে। দিন দিন গাঢ়তররূপে বর্দ্ধিতও হইয়া আসিয়াছে। অদ্যাপিও যানে, ভোজনে প্রয়াণসময়ে, সর্ব্বদাই দুহি-

তার হৃদয়নন্দন মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। রাজা সাতিশয় মৃগয়া-প্রিয়। মৃগয়া-প্রিয় রাজা যখন মৃগয়া গমন করেন, তখন এই দুহিতাটীকে সহযাত্রী করিতে ক্ষান্ত থাকেন না।

অভীত হইল। আজ্ যে ইনি বিপিনে শার্দ্দূল গ্রস্তা হইতেছিলেন, সে কেবল ঐ প্রকার সহযাত্রী করিবার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাল যখন দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের প্রদোষসময়ে মহারাজ মৃগয়ার জন্য আজমীর হইতে বহির্গত হন, তখন এই দুহি-তাকে সহযাত্রী করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

বনপ্রবেশ করিলেন, গতি-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য পিতা পুত্রী পরস্পরে স্পর্দ্ধা সহকারে অশ্বচালনা আরম্ভ করিলেন। সহচরেরা পশ্চাৎ পড়িল। এই সময় একটী তরস্বী মৃগ মহারাজের লক্ষ্যে পড়িল; অমনি সায়ক ক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হইল; মৃগ বেগে পলায়ন করিল।

শরপ্রয়োগ বিতথ হইল দেখিয়া, রক্তবর্ণ ক্ষাত্র ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে আক্রান্ত হইল। তিনি অধীর হইলেন; সমবেগে তরস্বীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

তৎকালে তাঁহার এমনি অনবধানতা যে, আপ নার জীবনের সারস্বরূপা দুহিতাকে একাকিনী বিজন বনে রাখিয়া যাইতে কিছুমাত্র ভাবিলেন না।-

তাঁহারই বা দোষ কি? তৎকালে তিনি জানিতে পারেন নাই যে, শরব্য হস্তগত হইবে না এবং দূর-দূর প্রদেশে যাইতে হইবে। ভাবিলেন যে শীঘ্রই শরব্য হস্তগত করিয়া দুহিতার সমীপে আসিবেন; কিন্তু আসিতে পারিলেন না।

নৃপনন্দিনী তখন মৃগানুসারী পিতার অনুসরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু কাননের পথ অতি কুটিল ও দুর্গম; সুতরাং পিতার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন কাননের অজ্ঞাত পথে যাইয়া পিতার সহিত মিলিতে পারিবনা বরং এখানে থাকিলে সাক্ষাত হইতে পারে; পিতা আমাকে এই খানে রাখিয়া গিয়াছেন, ফিরিয়া এই খানেই আসিতে পারেন।

সমস্ত রাত্রি অতীত হইল; মহারাজ আসিলেন না; শেষে হতাশ হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিয়া একাকিনী দেশে যাইবার স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রান্তি হইয়াছিল, আজমীর কোন দিকে জানিতে পারিলেন না। পরিশেষে এক দিক লক্ষ্য করিয়াই চলিলেন। যাইতেছেন হঠাৎ ঐ শমন-তুল্য হিংস্রের মুখে পতিতা হইলেন।

অপ্রকাশ নাই যে, রাজস্থানের ক্ষত্রিয়েরা নারীদিগকেও অস্ত্র-বিদ্যা শিখাইয়া থাকে। যে স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হইতে ইচ্ছা করিবে, যশস্বিনী হইতে

বাঞ্ছা করিবে, রাজস্থানের মধ্যে তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে হইবে। এ নিয়ম অদ্যাপিও রাজপুতানা হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। ইনি সুক্ষত্রিয়া-গেহলোট বংশের ললামভূতা। পিতার প্রসাদ আর স্বীয় বুদ্ধিবল,—সামঞ্জস্যে অশেষ প্রকার বিদ্যায় অধিকারিণী হইয়াছেন; অস্ত্র বিদ্যায়ও সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; এখন উপস্থিত বিপদে ভীতা হইলেন না বরং আনন্দের সহিত তরবারি গ্রহণ করিয়া শার্দ্দূলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত মহারাজ ধর্ম্মভস্মের যুদ্ধ সংঘটন হওয়ায় যুবরাজ ঐ যুদ্ধের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। পরে সামসন্ধি দ্বারা অচিরোদ্দীপ্ত যুদ্ধানল নির্ব্বাণ প্রায় করিয়া স্বভবনে যাইতেছিলেন। ইহাঁর সহযাত্রী অধিক না আট জন অশ্বারোহী মাত্র ছিল। উহারা অগ্রগামী হওয়ায় যুবরাজ একাই যাইতেছিলেন, এই সময় (গত মাত্র) এই ব্যাপার ইহাঁর নেত্রপথে পতিত হইল। পরে যাহা হইল, পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"———অশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারং।"

রাত্রি দুই দণ্ড। অন্ধকার অনিবিড়, এখন রাত্রি-চর আরণ্যজন্তুর বিহার সময় হইল। স্থানে স্থানে (কি জন্তু, কে জানিবে) ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।

যুবরাজ আর নবীনা উভয়ে নির্ভীক, তমাল দ্রুমের পরিষ্কৃত তলে বসিয়া আছেন। রাজ পুত্র অতি স্থির, তাঁহার কর্ণ দ্বয় যেন সমাধিযুক্ত, কি শুনিতেছেন। রাজপুত্রীও অতি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, গ্রীবা-দেশ ঈষৎ অবনত করিয়া বদনমণ্ডল ধরাতলের অভিমুখে রাখিয়াছেন। ধরাদেবী যেন সেই সৌন্দর্য্যা-কর মুখমণ্ডল বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না, এজন্য যেন মাধ্যাকর্ষণের বৃদ্ধি করি-তেছেন। আবার সেই ভুবনমোহন অধরে একটী একটী করিয়া মধুর বাক্য নিঃসৃত হইতেছে। সে বাক্য স্পষ্ট ও পীয়ুষ-পরিপূর্ণ। তিনি কি বলিতেছেন, আর কি বলিবেন? অকপটে আপনার পরিচয় দিতেছেন।

পরিচয় সমাপ্তি প্রায়। যুবরাজ সহসা উঠিলেন, আবার বসিলেন। তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। শোণিত ধমনীতে বেগে বহিতে লাগিল।

এতক্ষণ যে, মায়াবিনী আশা তাঁহার হৃদয়াগারের অতিথী হইয়াছিল, কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছিল, সে অতল জলে নিমগ্ন হইল। এতক্ষণ যে, তাঁহার চিত্তাম্বরে শীতরশ্মির বিমলজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহা সন্তাপ কালিমায় অপাবৃত হইল। উঠিলেন, আবার বসিলেন। তৎকালীন ভাবের গোপন জন্য কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলেন। কহিলেন, রাত্রিকালে, বনভ্রমণ বিপদের কারণ। নির্ভয়ে থাকুন, প্রভাত হইলে আপনাকে পিতৃ ভবনে রাখিয়া যাইব।

রাজতনয়ার হৃদয়ে যেন আঘাত লাগিল। চুপ করিলেন, ভাবিলেন, বুঝি কিছু অভদ্রতা হইয়া থাকিবে। অথবা আমার এই পরিচয়ের কোন অংশ ইহাঁর হৃদয়ে বেদনা দিয়াছে, নতুবা অমন বিষাদভাব ব্যক্ত হইবে কেন? অপ্রতীভের ন্যায় মৌন হইলেন।

এইরূপে যামিনীর যামার্দ্ধ বিগত হইল। এতক্ষণ যে, তিমির স্বরূপ কৃষ্ণাম্বরের আবরণ মধ্যে চন্দ্রমা অবস্থান করিতেছিলেন, নৈশ সমীরণে যেন সে আবরণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। শুভ্র কুসুম-দাম-গ্রথিত মেখলায় যেন বসুধার সর্ব্বাবয়ব অলঙ্কৃত হইল। চন্দ্রিকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ নির্ম্মল নব পল্লবে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। এখনও দুই একটী দিবাচর

পক্ষী গান করিতেছে। হিমাংশু হইতে শীতল রশ্মি জাল-ধারা গলিত হইয়া রাজ তনয়ার স্বচ্ছ কপোলে, কারুকার্য্য-খচিত নীলাম্বরে পতিত হইয়া, অনুপম শোভা বিকাশ করিতেছে।

যুবরাজ অচলের ন্যায়। কি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, তাঁহার অন্তর তাপ দীর্ঘ নিশ্বাস প্রকাশ করিয়া দিতেছে। রাজ-তনয়াও নির্ব্বাক্। তৃণাসনে বসিয়া আছেন। কাননের চন্দ্রিকাপূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার নেত্রযুগে চুম্বিত হইতেছিল, আবার (কি জন্য) সে নেত্র রাজপুত দেহ মহিমায় নিমগ্ন হইল।

জীবদেহে এক প্রকার স্নেহ। সে নবনীত অপেক্ষাও কোমল, ধর্ম্মও অন্যবিধ। রাজ-নন্দিনীর হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, রাজকুমারের অন্তরতাপ তাহা স্পর্শ করিল, অমনি হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন অপ্রতীত হেতু বশতঃ আরও ব্যাকুল। স্বীয় অপরাধের আশঙ্কা করিয়া উদ্ভ্রান্তা হইলেন। একটী শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন;—অবলা জাতিরা লঘু চেতা, প্রকৃত ভদ্রালাপে অনভিজ্ঞা। সুবিজ্ঞ ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা নিয়ত ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকেন—

রাজপুত্র কুমারীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন রাজপুত্রীর অধর হইতে একটী বাক্য কাতরে নিঃসৃত হইল। আর তাঁহার দৃষ্টি আপনার মুখপানে আছে,

সে দৃষ্টি স্থির,—কাতর,—স্নেহ পরিপূর্ণ,—যেন ক্ষমার সহিত উত্তর চাহিতেছে।

যুবরাজ মস্তক ঈষৎ কম্পিত করিয়া ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন, না, আপনার প্রকৃতি অন্যবিধ পদার্থে নির্ম্মিত। সে আশঙ্কা করিবেন না।

তবে আর কি বলিব, যেন পিতার নিকট তিরস্কৃত না হই, বলিয়া যেন উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

রাজপুত্র কিছু উত্তর করিলেন না।

কুমারী আবার কাতরে কহিলেন, বোধ হয় আজমীরাধিপতি হইতে স্বীয় দুহিতার অসৎকার হইবে না।

রাজপুত্র শুনিলেন, অসৎকার—এতক্ষণ পরে সুমিষ্ট সম্বোধনে কহিলেন, রাজপুত্রি! সৎকারের আশা করি না, আপনি—আপনি দোষের আশঙ্কা করিবেন না, আপনার পরিচয় আমার শুনিবার ইচ্ছা নাই।

এ বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। নেত্র দ্বয় বিস্ময়পূর্ণ হইল। কি ভাবিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ মৌনের পর কহিলেন, আচ্ছা, বলিব না।

আবার মৌনা।

যুবরাজ বুঝিলেন যে, রাজনন্দিনী আমার বিষণ্নতার কারণ জানিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন, আকুল স্বরে কহিলেন। আপনি আমার বৈরকন্যা—আর বাক্য স্ফূরণ হইল না।

প্রকৃত ভদ্রালাপে সরল মন কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে, সরলতা যেন সেই মিতভাষিণীর কণ্ঠস্থ অর্গল নির্ম্মুক্ত করিয়া দিল। কহিলেন, যদি অগ্রে জানিতাম, যে আমার পরিচয় আপনার বিষাদজনক হইবে, তবে কদাচ পরিচয় দিতাম না। অগ্রে যদি অণুমাত্রও জানিতাম যে, এ শরীর আপনার বৈরকন্যার, আপনা হইতে এ জীবন রক্ষা করিতে হইবে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেক, পিতৃভবনে যাইতে হইবে, তবে তৎক্ষণাৎ শার্দ্দূলমুখে এ দগ্ধজীবন আহুতি দিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না। আপনিও অগ্রে জানেন নাই। সুতরাং অশরণগত শত্রুসন্তানের জীবন রক্ষা করা রাজপুত কুলের উপযুক্ত হয় নাই।

কন্যার বাষ্প রুদ্ধ হইল। অবনতমুখী হইয়া চুপ করিলেন।

এই রূপে কতক্ষণ গেল। ক্রমেই রজনীরঞ্জন নভোরূপ বৃত্তক্ষেত্রের কেন্দ্রগত হইলেন। সুশীতল রশ্মি সরল রেখাক্রমে জগৎশীর্ষে ছড়াইতে লাগিলেন। দিঙ্মণ্ডল শুভ্রীকৃত। সমীরণও অতি শীতল জুঁই ও মল্লিকাপুষ্পের সুরভী-সম্ভার বহন করিয়া রাজতনয়া ও যুবারাজের সর্ব্বাঙ্গে নিষেক করিতেছে। নিশীথপ্রভাব, জগৎ নিঃশব্দ ও গম্ভীর, মধ্যে মধ্যে কেবল ঝিল্লীরব আর দুই একটী শৃগালীর

রব শুনা যাইতেছে। দৈবসিক শ্রান্তিবশতঃ রাজবালার নেত্রে এখন নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল।

রাজপুত্রের সব্যভাগের বৃক্ষ সকল এমনি বিরল, যে ৪ বা ৫ হাত প্রস্থে পর্য্যাপ্ত; (তরু বীথিকা) বা সড়ক বলিলেও বলা যায়। উহা ক্রোশান্তগামি হইয়াছে। যুবরাজের দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে উহার মধ্যভাগে যাইতেছিল। সহসা এক প্রকার শুভ্রবর্ণ পদার্থ সমূহ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল, কতক গুলি অনুচ্চ সমাধি-মন্দির অথবা দেবমন্দির। বিজন অরণ্যে ঐ প্রকার মন্দির হওয়া অসম্ভব, ঐ প্রকার তর্কনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। আবার ক্রমে যেন নিকট হইতে লাগিল আরো চমৎকৃত হইলেন।

তুহিনান্তরিত সান্দ্র চন্দ্রালোকে দূরস্থ চল পদার্থের চলবত্তা অনুমান হয় না। যখন নিকট হইল, তখন আর ভ্রান্তি-মূলক বিস্ময় রহিল না। জানিলেন যে, এক দল শুভ্র পরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে।

নিজ শাণিত তরবারি হস্তে করিলেন। আর কহিলেন। এক দল অশ্বারোহী এদিকে আসিতেছে।

এই কথায় রাজনন্দিনী কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

যুবরাজ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন। রাজপুত্রি! ভয় নাই, আমার জীবনের অন্ত না হইলে আপনার

অণুমাত্রও অপকার হইবে না। আর বোধ হয় উহারা দস্যু নহে।

আমার ভয় হইতেছে না। এ গহন বন, বিশেষ নিশীথ, দস্যু বা অন্য লোকের আসিবার সম্ভাবনা কি? বোধ হয়, পিতা আমার অনুসন্ধানে আসিতে-ছেন। উহারা তাঁহার সহগামী সৈন্য হইবে।

যুবরাজের হৃদয় কম্পিত হইল; দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন, হইতে পারে;

যুবরাজ বলিলেন, হইতে পারে। তাহারা আবার ক্রমে নিকট হইতেছে; দেখিয়া অধিকতর উৎ-কণ্ঠিতা হইলেন। পিতা আগত জানিয়া আর সেরূপ (যেমন হইত) স্বাভাবিক আহ্লাদের উদয় হইল না, রাজপুত্র পিতার পরিপন্থী, তাহাতে আবার নিকটে।

অল্পাগ্রে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একটু প্রফুল্লতা ছিল, তাহা ম্লান হইল। উজ্জ্বলদেহে ব্যাকুলতার লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। ত্রাসযুক্ত হরিণীর ন্যায় সেই আর্জবময় অলোলনেত্র চঞ্চল হইল। এক বার সড়কের অভিমুখে, আবার যুবরাজের দিকে চাহিতে লাগিলেন; যেন কিছু বলিবেন ২ বলিতে পারিতেছেন না। শরীরে ঘর্ম্ম প্রসার হইল; মেরু-দণ্ডের সমপাতক্রমে যে অঙ্গাবরণের বন্ধনী ছিল তাহার কিয়দংশ শিথিল করিয়া দিলেন। বায়ু সেবনের জন্য ইতস্ততঃ পদচালনা করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার দেখিলেন, করের কুসুম দলিত দলিত হইল। ব্যথা পাইলেন।

করস্থিত কুসুম যদি অলক্ষে দলিত হয়, তবে কুসুমানুরাগী ব্যক্তি কতক্ষণ তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু না হইয়া থাকিতে পারিবেন? যত্নাহৃত একটী দলপদ্ম সহসা ম্লান হইতে দেখিয়া, জলসেকে তাঁহাকে অম্লান রাখিতে কুসুমানুরাগী ব্যক্তি কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন? কুমারীদিগের স্নেহস্নিগ্ধ বদন শুখাইতে দেখিয়া অনুরক্ত যুবাগণ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? যুবরাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

কহিলেন, রাজপুত্রি! আপনাকে ব্যাকুল দেখিতেছি কেন? বোধ হয়, আপনি পরিজনহীনা নহেন।

প্রথমতঃ তিনি কোন উর্ত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পিতা না আসিতে যুবরাজ কি অন্তর হইবেন? কেনই বা হইবেন, আর কেই বা বলিবে? যদি অন্তর না হন, তবে সাক্ষাৎ হইলে, কি জানি! রাজপুতের প্রকৃতি, বিশেষ শত্রুতা সম্বন্ধে সকল কার্য্যই সংঘটন হওয়া সম্ভব। যে পক্ষই হউক, অবমানিত হইলে আমারই বিষাদের ও বিনাশের কারণ হইবে।

রাজপুত্র আবার বলিলেন, আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার পিতাই আসিতেছেন।

রাজনন্দিনী দেখিলেন, আর সময় নাই,—করুণ

স্বরে, তবে আপনি এখন,—সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ প্রসার হইল; জিহ্বাকে দন্তে চাপিলেন আর মনে মনে জিহ্বে! তুমি এখনও অছিন্ন আছ? যুবরাজ! আমি এখন অন্তর হইতে বাসনা করি।

রাজপুত্র বুঝিলেন, যে রাজনন্দিনী আমাকে অন্তর হইতে বলিতেছেন; অন্তর হইলেন না; পাছে নৃপ-তনয়ার মনে স্বীয় ভীরুতার আরোপ হয়। বলিলেন, না—একবার হিংস্রের মুখে পড়িয়াছিলেন এবার আপনার পিতার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইব।

এবাক্যে কুমারী সন্তুষ্টা হইলেন না। কহিলেন, যুবরাজ! মনুষ্যের জিগীষাবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ-তম, অধিক কি, এই প্রবৃত্তির প্রাবল্যে পরিবারের সহিতও সদ্ভাব রক্ষা হয় না। বিশেষ, যাহার সহিত শত্রুতা জন্মে (এমন কি) তাহার স্বভাব-সিদ্ধ সদ্গু-ণের প্রশংসা করিতে মনুষ্যের রসনা নিবৃত্ত থাকে। জগদীশ্বরের বিড়ম্বনায় আপনার সহিত পিতার বৈরতা —বাগ্‌দ্বারে লৌহার্গল।

যুবরাজের মুখে একটী বাক্য উচ্চারিত হইল। বালে! ভীরুতাপবাদ রাজপুতের চিত্তে আরোপ হইল। যদি রমণীহৃদয়ের ন্যায় শঙ্কার বশম্বদ হইয়া পলাইতে হইল, তবে জীবনে প্রয়োজন?

স্নেহের শক্তি কঠিনকেও কোমল করে। রাজ-পুতের এই দর্পবান্ বাক্যটী এমনি মৃদুতম স্বরে উচ্চা-রিত অনুভব হইল যে করুণ রসে পরিণত হইল।

আবার বলিলেন, আমি কি আজ হইতে রাজপুতকুলে কলঙ্ক পতাকা উড্ডীন করিব?

রাজনন্দিনী দেখিলেন, পিতা নিকট হইয়াছেন আর বিলম্ব নাই, সাক্ষাতে বিপদ, তরবারি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, যুবরাজ! অভাগিনী এই তরবারির আশ্রয় লইল।

দারুভেদ সমর্থে ভ্রমরা কমলের দল কাটিতে পারে না। যুবরাজ এখন নৃপতনয়ার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। অসিস্পর্শ করিয়া বলিলেন, আমারও এই অসি আশ্রয়। চলিলাম, আর সাক্ষাৎ হইবে না। কখন মনে করিবেন না যে, শত্রু হইতে জীবন রক্ষা হইয়াছে। শত্রু দ্বারা জীবন রক্ষা হইল ভাবিয়া হৃদয়কে পীড়িত করিবেন না। জগদীশ্বর মঙ্গল করুন, বলিয়া স্বীয় অশ্বোদ্দেশে চলিলেন।

নৃপনন্দিনী বাষ্পাহত চক্ষু আকাশে রাখিয়া হে জগদীশ্বর! তুমিই জান! এদেহে যত দিন প্রাণ বায়ু অবস্থান করিবে, যত দিন না দেহস্থ ভৌতিক পদার্থে অন্য বস্তুর পুষ্টিসাধন হইবে, ততদিন শত্রু হইতে এজীবন রক্ষা ভুলিতে পারিব না।

এই বাক্যে রাজপুত্রের অশ্রুপাত হইল।

অনতিবিলম্বে মহারাজ তথায় উপনীত হইলেন, স্নেহের আধারস্বরূপ দুহিতার সহিত মিলিত হইয়া স্বভবনে গমনে উদ্যোগী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজমীর নগর।

কক্ষমধ্যে,—পতিদ্বে।

ভবন্তি ভব্যেষু হি পক্ষপাতাঃ।

মহতের প্রণয়ভাব প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায়; যুবরাজ গৃহে, কিন্তু কাল, অরণ্য মধ্যে, যে একটী রূপ অবলোকন করিয়াছেন, সে রূপের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি সে রূপ আর ভুলিবেন না। চিরকাল হৃদয়ে বহন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে রূপ রাজনন্দিনীর।

যে রূপে রাজকুমারের মনোমোহন হইয়াছে, সে রূপ আমি পাঠকগণের হৃদয়ে অঙ্কিত করি নাই, করিতেও চাহি না। কোন্ পাঠক কেমন রূপ ভাল বাসেন, কে জানে? আমি কি পাঠকগণের মধ্যে একটা কোলাহল তুলিয়া দিব? যে হৃদয়ে আয়া সা, মতি-বিবি, কুমারী কৃষ্ণা ও পদ্মিনী প্রভৃতি সুন্দরীর কুল বিরাজ করিতেছেন, সে হৃদয়ে আবার ইহাঁকে প্রবেশ করাইয়া আমি কি প্রাগুক্ত সুন্দরী কুলের ঈর্ষাভাজন হইব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে গুণেরদ্বারা যে

রূপ অনুভূত হয়, এ সেই রূপ। যে রূপে নেত্র স্ফুরেনা, এ সেই রূপ।

এ মনুষ্য হৃদয়ের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। কোন ব্যক্তির নাম শুনিলে, শ্রোতার মনে অবশ্যই একটী রূপের আভা পড়িবে। কুলকামিনী—নাম ইন্দুমতী—আবার যদি শুনাযায়, যে অন্তঃপুর বিহারিনী, তবে মনে করুন দেখি আপনার মনে কিরূপ রূপের ছটা পড়ে, গুণেই মনোমোহন গুনেই অনুরাগ, গুণকল্পিত রূপ অবশ্যই নেত্র স্নিগ্ধকারী হইবে।

যিনি পথিক রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আজ-মীর আসিয়াছেন, তিনি কোথায়।

স্বীয় কক্ষমধ্যে শয্যাশায়িনী আছেন। একে মৃগয়ার শ্রান্তি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, গাঢ়তর নিদ্রাবেশে অচৈতন্য আছেন।

রাত্রি শেষ হইয়াছে। প্রাতর্বায়ু মন্দমন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। শুকতারা গোলাপ পুষ্পের মতন গগনোদ্যানের এক পার্শ্বে বিকশিত হইয়াছে। পতত্রি কুল প্রবুদ্ধ হইয়া এখন স্ব স্ব কুলায়মধ্যে কলরব করিতেছে। (স্ফটীকাবরণ হুতাশনের ন্যায়) ভগবান হেমমালী ক্রমে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হইলেন। এখনও কুমারীর চেতনা হয় নাই।

সূর্য্যকিরণ জগতীতল স্পর্শ করিল। বিপথ-গামিনী সুপ্ত-কামিনী-কুল প্রবুদ্ধ করিতে যেন আস্তেং

কর প্রসারণ করিলেন। সূর্য্যের পিঙ্গল রশ্মিজাল গবাক্ষের সার্সি ভেদ করিয়া রাজনন্দিনীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই হিরন্ময়ীমূর্ত্তি অবগাহন করিয়া ধবলিত কোষ্ঠপ্রাকার রঞ্জিত করিতে লাগিল। এখনও নিদ্রা—পূর্ব্ব দিনের মৃগয়া শ্রান্তি, কেহই ডাকিতেছে না।

প্রহরাতীত হইল; দিনপতি ক্রমে দুষ্প্রেক্ষণীয় হইলেন; কুমারীর এখন চেতনার সঞ্চার হইল; হস্ত পদের সন্ধিস্থান প্রসার করিতে লাগিলেন; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; বড় কষ্ট, উঠিতে পারিতেছেন না। উপাধানে কর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। করঘর্ষণে করবর্ষণে কমলের ন্যায় নেত্রকমল বিকসিত হইল। শরীর অলস, অত্যন্ত অলস। দৃষ্টি স্থির, কি দেখিতেছেন? পিঙ্গল বর্ণ রশ্মিস্রোত ভিত্তিতে পড়িয়া, যে রঞ্জিত হইতেছে, তাহাই দেখিতেছেন।

কতক্ষণ যায়। ভিত্তি সংলগ্ন এক খান নিষ্কোষিত কৃপাণ (যে খানে প্রত্যহ রাখিতেন, সেই খানে) দেখিতে পাইলেন। অমনি চমৎকৃতা হইলেন। এ অসি ত আমার না—না আমার! যেন ভ্রম হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আর যেন দেখিতে ঔৎসুক্য জন্মিল। উঠিলেন, ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া হস্তে করিলেন।

যেমন স্পর্শ, অমনি রাখিলেন; আবার কি

ভাবিয়া সম্ভ্রমের সহিত হৃদয়ে, হৃদয় হইতে পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিলেন। অসির মুষ্টিবন্ধে একটী নাম অঙ্কিত ছিল, নেত্রে পড়িল। সে কি নাম?—নাম! যাহার মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহারই নাম। যে মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বলবেশে বিলাস করিতে ছিল, এ তাহারই নাম। এ নামাঙ্কে এখন সে মূর্ত্তিকে শত গুণে উজ্জ্বল করিল।

বারম্বার পাঠ করেন, মনের আভোগ গেলনা। যত পাঠ করেন, ততই যেন ভাল লাগে। পাঠ করেন, আর চঞ্চল নয়ন চারি দিগে ফিরান। লজ্জা যেন উহা দেখিতেছে শুনিতেছে, শঙ্কাও যেন সুক্ষ্মরূপে শুনি-তেছে।

পাছে কেহ জানে, এই ভাবিয়া উন্মুক্তদ্বার রোধ করিলেন। যেন তস্কর অপহৃত বস্তু গোপন করিতেছে।

দ্বার রুদ্ধ হইল। এখন নির্ভয়ে পাঠ করিতে লাগিলেন, আর দেখিতে লাগিলেন। তবু তৃপ্তি শেষ হইল না। তরবারির প্রতি স্নেহের প্রবাহ পড়িল, হৃদয়ে ধারণ করিলেন, বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া নয়ন দ্বয়ে রুদ্ধ করিলেন। যুবরাজের তেজঃস্বিতা, সুশীলতা ও সরলতা, গুণ সকল মনে পড়িতে লাগিল। আহা! অনুরাগের কি চমৎকার প্রভাব? প্রণয়ী জনের একটী সামান্য ব্যবহৃত বস্তুও সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। পাঠক! যিনি বিশুদ্ধ প্রেমে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই

জানেন যে, প্রণয়ী জনের ব্যবহৃত বস্তু কিরূপ দৃষ্টি-মধুর।

রাজকুমারীর নেত্রে অনর্গল নয়নাসার বহিতেছে; উভয়বংশের বৈরতা স্মরণ করিয়া জানিতেছেন যে, তিনি জীবনোদ্যানের অমৃত ফল ভোগ করিতে পারিবেন না। তথাপি জীবনের সহিত ঐহিকের সুখ সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়ন আকাশে রাখিলেন। কহিলেন, বিধাতঃ! অভাগিনীর নিবেদন,—অনুকূল হও, আর প্রতিকূল হও, যাহাকে আমি হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাকে আর বিসর্জন করিতে পারিব না। যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব। অনুকূল হও, অনুকম্পা করা হইল। প্রতিকূল হও, নয়নের নিকট কাড়িয়া লইবে! (লইবে কি লইয়াছে) কিন্তু হৃদয়ের নিকট পারিবে না।

হে গেহলোট বংশের বৈরতা! অভাগিনী স্বীয় রক্ষিতাকে পতিত্বে বরণ করে। আমি যে মূর্ত্তি এক বার হৃদয়ে স্থান দিয়াছি এ কঠিন প্রাণসত্ত্বে আর তাঁহাকে পাইব না।

সরলতা মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিয়াছে। অসিকে সম্বোধন কয়িয়া বলিলেন, কৃপাণ! তুমি বহুকাল প্রিয়তমের করে বাস করিয়াছ, এখন আমার হৃদয়ে বাস কর? আমি তোমার শুশ্রূষাতেই জীবন অতিবাহিত

করিব। এ হৃদয়ে আর কেহই স্থান পাইবে না? হে জগৎপতে! তুমি সাক্ষী থাকিলে, অভাগিনী জীবনের সুখসৌভাগ্য উৎসর্গ করিয়া স্বীয় রক্ষিতাকে পতিত্বে বরণ করিল। উদ্দেশ্য দেব, গ্রহণ করুন, আর না করুন, সন্তুষ্ট হউন, বা রুষ্টহউন, আমার মনে কখন যেন দ্বৈধ ভাব বা বিতর্কের উদয় না হয়।

কৃপাণ! দেখিও, যদি আমার চিত্ত কখন বিচলিত হয়, প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত হই, তবে এ কুলকলঙ্কিনীর গরলময় হৃদয় দ্বিধাচ্ছেদ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না।

দেব দিনপতে! আপনি এ কুলের নিদান, ভবিষ্যতে যদি এ দাসীর অন্যভাব দেখেন, তবে আপনার সর্ব্বত্রগামী রশ্মিমালার সহিত আমার কলঙ্ক গ্রন্থন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে পাঠাইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব বা সংকোচ করিবেন না।

কিছুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। প্রকাশের ভয়ে অনেক কষ্টে আবার সম্বরণ করিলেন। পরিশেষে নয়নজলে ধৌতদেহা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বেলা অতিরিক্ত দেখিয়া এখন নয়ন মুছিতে মুছিতে দ্বারোন্মোচন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজমীর। কুসুমোৎসব।

ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং।
ক্বচ নিশিতনিপাতাঃ সারপুঙ্খাঃ শরাঃ—,,

পৌর্ণমাসী যামিনী। মহারাজের আদেশানুরূপ কুসুমোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। রাজপুর কুসুমময়, ও আনন্দময়। হর্ষে আজমীর যেন নাচিয়া উঠিল, আজ্ কুসুমোৎসব।

তোরণ, বহিস্তোরণ, সকলই* পুষ্প স্রজে খচিত। আজ্ বিলাসিনীগণের অলঙ্কার কুসুমহার, বদন ফুল্লারবিন্দ। কুসুমের প্রফুল্লতা, কোথাও বালগণের, কোথাও কামিনীগণের মুখপদ্মের প্রফুল্লতা। যে স্থানে যাও সর্ব্বত্র প্রফুল্লতা যেন মূর্ত্তিমতী।

* পূর্ব্বকালে বীকেনীয়রে একটী উৎসব হইত, উহার নাম কুসুমোৎসব। তত্রত্য যাবতীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারেরা উৎসব স্থলে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই ঐ দিনে নূতন নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিত। উৎসব দেবতার নাম।

স্থানে স্থানে জনতা। তানলয়বিশুদ্ধ সংগীত হইতেছে, সকলে শুনিতেছে।

কোথাও ধারাযন্ত্র হইতে নির্ম্মল জলপ্রপাত উন্মুক্ত হইতেছে; কেথাও বা রক্তপতাকাবলী নীল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, কাদম্বিনী মধ্যগত তড়িল্লেখার শোভা বিতরণ করিতেছে।

ক্রমে প্রদোষ কাল; ভৃত্যেরা পথে, দ্বারে দ্বারে কক্ষে কক্ষে আলোক প্রদান করিল। পুরী আলোকময়ী; পূর্ব্বদিক ক্রমে উদ্ভাসিত হইল। চন্দ্রমা নির্ম্মল ও একেবারে পূর্ণ হইয়া উদয় হইতেছে, আজ্ রাকা নিশি।

চন্দ্রালোক একে স্নিগ্ধ শ্বেত; আবার এক প্রকার উজ্জ্বলতা আসিয়া তাহাতে মিসিতেছে, সে আলোক ধবল সৌধাবলীর অভ্যন্তর হইতে বাহির হইতেছিল। সৌধমধ্যে যে সকল দীপলেখা কাচ আবরণমধ্যে সুবর্ণ দণ্ডাধারে স্থাপিত ছিল, তাহারা এখন স্বীয় স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। এ আলোকে, উৎসবোৎফুল্লা মুগ্ধবধূর অঙ্গজ্যোতিঃ, অঙ্গনিহিত অলঙ্কার-জ্যোতিঃসল্লিষ্ট হইয়া যেন অতীব নেত্ররঞ্জন হইল। রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, ততই আলোকের শুভ্রতার, জ্যোৎস্নার শুভ্রতার, সৌধাবলীর শুভ্রতার, সমাবেশে আজমীর যেন হাসিতে লাগিল।

বালবৃন্দ বয়স্যে, তরুণদল স্বদলে, সকলেই প্রমোদ-রত। সুখরাশি অনুভব করতঃ ভ্রমণ করিতেছে। কেবল একজন, সে নবীনা, বালা, বিজন কক্ষে অবস্থান করিতেছে। যিনি বিজন কক্ষে, যৌবন কেবল যাঁহার হৃদয়েমাত্র সংক্রামিত হইয়াছে, দেহের পূর্ণতা আরম্ভ হইয়াছে। যৌবন তাঁহার বাল্যভাব আজিও বিনাশ করিতে পারে নাই, মুখে, দৈহিক কান্তিতে অনেকাংশে আজও বাল্যভাব অনুভূত হয়। ইনিই রাজনন্দিনী। রাজনন্দিনী স্বীয় কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিষ্কৃত ললাটে, (মুক্তার ন্যায়) বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিগম হইতেছে; (সধূম পাবকের ন্যায়) কাঞ্চনবর্ণ মুখ মলিন হইয়াছে; বোধ হয় তাঁহার হৃদয় জ্বলিত, উহা উষ্ণ শোণিতের বাষ্প। যে দিকে চাহিয়া আছেন, সে একটী উদ্যান। তন্মধ্যে একটী সরোবর। সরোবরস্থ নির্ম্মল জলের গভীর অভ্যন্তরে চন্দ্রবিম্ব ডুবিয়া আছে। তাঁহার নেত্রদ্বয় ঐ চন্দ্রবিম্বে নিশ্চল। তিনি যেরূপ চাহিয়া আছেন, বোধ হয় উহাঁর মনের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগ নাই। নয়ন চন্দ্রবিম্বে নিষ্ক্রিয়, মন আর কোথায়। উৎসবের কোন শোভাই অনুভূত হইতেছে না। শোভানুভাবকতাশক্তি যেন বিলয় হইয়া গিয়াছে। এমন কি নিম্নস্থ রাজমার্গে এককালে শত শত লোক গমনাগমন করিলেও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।

চিত্র দেহ বা নির্জীব দেহের ন্যায় নিস্পন্দ; চিন্তায় নিমগ্না; কিসের চিন্তা? চিন্তা ফুল্লমল্লিকার অভ্যন্তরে কীটাণুর প্রবেশ হইয়াছে, কমলে হিমসেক হইয়াছে।

চিন্তা শোণিতপায়িনী। তাঁহার হৃদয় ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। মুখও শুষ্ক হইল। শরীর বিশীর্ণ হইতেছে। মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, গ্রীবাধানে ন্যস্ত করিয়া অম্বরাভিমুখী হইলেন।

সাগরহৃদয়ে চঞ্চল লহরী; শনৈঃ শনৈঃ উত্থিত হয়, আবার লয় হয়; বায়ুস্পর্শ হইলে তরঙ্গ জন্মে; প্রথমে রাজনন্দিনীর হৃদয় একটু আন্দোলিত হইয়া চাঞ্চল্য জন্মে, কিন্তু চিত্ত-বৈক্লব্যবশতঃ কারণ অনুভূত হয় নাই। ক্রমে চিন্তা তরঙ্গায়মান; চিত্ত-বৃত্তি সকল নিস্তেজ; শরীর অসুস্থ হইয়া আসিল। নিশার স্নিগ্ধবায়ু ভাল লাগিবে বলিয়া উন্মুক্ত দ্বারে বসিয়া আছেন; অনেক্ষণ যায়; সরোবরের স্বচ্ছ সলীলে যে সকল চন্দ্ররশ্মি চিক্ চিক্ করিতে-ছিল, সুস্থ হইবার জন্য উহাতে দৃষ্টি রাখিলেন। সুস্থ হইবেন কি কিছুই ভাল লাগে না। কি স্বচ্ছ সলীল, কি নিশার স্নিগ্ধবায়ু, কি ভাসমান চন্দ্রবিম্ব, কিছুই ভাল লাগিল না।

সহসা কি এক প্রকার ভাবের উদয় হইল, আবার লহরীবৎ বিলয় হইল। অমনি একপ্রকার অন্ধকার

পদার্থে মস্তকের অভ্যন্তরে যেন পুরিয়া গেল। সংসার তমোময় দেখিলেন। ইহাই চিন্তা প্রবাহের প্রবল তরঙ্গ।

এখন দেহস্থ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা সকল রহিত। সংজ্ঞাহীন। সুষুপ্তি চিন্তার ন্যায় একমাত্র চিন্তা। সে মৃগয়াদিনের চিন্তা। ক্রমে যেন দেখিতে পাইতেছেন, সেই মৃগয়ারণ্য, শার্দ্দূল আর যুবরাজ। কুমারীর মুখমণ্ডলে একটু আনন্দমিশ্র দুঃখের প্রতিভা প্রকটিত হইল, এখন বুঝি মনে মনে যুবরাজের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন।

আবার চিন্তাচক্ষে দেখিলেন, তাঁহাকে যুবরাজ যেন তাচ্ছীল্য করিলেন। তাঁহাকে সমুচিতসম্ভাবে সুখী করিতে পারেন নাই, বরং পরিচয় দিয়া তাঁহার হৃদয় শূলায়িত করিয়াছেন। আবার যেন পিতা আসিতেছেন, রাজপুত্র স্বীয় অশ্বে আরূঢ় হইয়া কোথায় গমন করিলেন, আর দেখা যায় না। এবার মুকুলিত চক্ষু হইতে হার সদৃশ অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিল।

এই সময়, কক্ষমধ্যে দুইজন তুল্যবয়স্কা রমণী প্রবেশ করিল। একের হস্তে নূতন একটী গোলাপী রঙ্গের পরিচ্ছদ, অপরা রিক্তহস্তা। পরিচ্ছদ ধারিনী আনীত পরিচ্ছদটী গজদন্ত নির্ম্মিত আধারে রাখিল। রাজনন্দিনীর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া উভ-

য়েই বিস্মিতা। অনেকক্ষণ স্থগিতনেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। পরে অনুভবে যাহা বুঝাইতে পারে, তাহাই বুঝিলেন।

সহকার ফলের অভ্যন্তরে কীটের জন্ম হয়; যখন জন্মে, কে জানিতে পারে? কিন্তু সে কতকাল, যখন কাটিয়া বহির্গত হয়, তখন আর জানিতে অবশেষ থাকে না। রাজনন্দিনী যে দিন পিতার সহিত মৃগয়া হইতে বাটী আসিয়াছিলেন, সেই অবধি পরিজনেরা তাঁহার বিষমাবস্থা দেখিতে পাইতেছেন। মনে মনে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, সাক্ষাতে তাহা দেখিলেন। এ ভাবে আজ তাহাই সপ্রমাণ হইল।

প্রধানা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া পরিচারিকার মুখপানে চাহিলেন। কহিলেন, কেমন, বুঝিয়াছ? তিনিও একটু হাঁসিলেন, বলিলেন, না বুঝিব কেন? বর্ষার আরম্ভেই বজ্রপাত হইয়া থাকে।

প্রধানা ডাকিলেন, রাজনন্দিনি!

উত্তর নাই। আবার ডাকিলেন, রাজনন্দিনি! দাসী নিকটে।

উত্তর নাই। একাগ্রতায় তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এমনি নিষ্ক্রিয় হইয়াছে যে, নিকটে তরঙ্গায়িত বাহ্য বায়ু বারম্বার পটহচ্ছদে আঘাত করিলেও, তজ্জন্য জ্ঞান মস্তিষ্কে নীত হইল না।

প্রধানা ভাবিলেন একি, একেবারে তাঁহার হাত

ধরিলেন আর কহিলেন, কি ভাবিতেছ,—সখীর কর-স্পর্শে রাজনন্দিনীর চৈতন্য হইল। এতক্ষণ যে, একটী রূপ তাঁহার চিন্তার আলম্বন হইয়া হৃদয়ে বিলাস করিতেছিল, সে লুক্কায়িত হইল। অমনি দৃষ্টি পৃথিবীতে পড়িল।

বিশিষ্ট মোহের পর কি একপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে! সে সময় বোধ হয় যেন নূতন জগৎ। প্রথমে রাজনন্দিনীর তাহাই হইল। আর যখন দেখিলেন, সম্মুখে সখীদ্বয় দণ্ডায়মান আছে অমনি হৃদয়স্থ লজ্জার নীলিমা রক্তের সহিত চালিত হইয়া যেন মুখমণ্ডলে প্রকাশ হইল। সন্ধ্যাসরোজিনীর ন্যায়, সংকুচিতা হইলেন। ভাবিলেন, আগন্তুকেরা বুঝি তাঁহার ধ্যেয় বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে। ব্যগ্রতা সহকারে "এসো" বলিয়া আহ্বান-সূচক হস্ত প্রসারণ করিলেন। সে যেরূপ ব্যগ্রতা, দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি কোন অভিপ্রায় গোপন করিতেছেন।

উভয়ে হাসিয়া উত্তর করিল, হাঁ অনেকক্ষণ আসিয়াছি।

তা আমি জানি, কিন্তু কিছু বলিনাই; আর ঐ চন্দ্রের মনোহর শোভায় অন্যমনস্কাও ছিলাম।

সখী স্বীয় হাঁসির শুভ্র কিরণ কুমারীর সম্মুখে বর্ষণ করিলেন, বলিলেন—সত্য—অপর একজন দাসী

আসিয়া রাজপুত্রীকে প্রণাম করিল, সে কহিল, দেবী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। শুনিয়া রাজনন্দিনী ব্যস্তা হইলেন। কহিলেন, চল।

সখীদ্বয় কহিল, চল, যাই—ব্যস্ত কেন? আমরাও যাইব। তবে এসো, বিলম্ব হইলে, জননী উৎকণ্ঠিতা হইবেন, বলিয়া আর দাড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন। সকলেই চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর।

যচ্চিন্ত্যং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি।
যন্মনসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি॥

যদি ইচ্ছামাত্রেই মনুষ্যের আত্মাভিলাষ পূর্ণ হইত, যদি আমাদের বাসনার সহিত ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ সমতা থাকিত, তবে এ সংসারে আর বিশৃঙ্খলা-স্রোত প্রবাহিত হইত না। দুর্ঘটনা আসিয়া আর কাহাকেও অসমাপ্ত সুখভোগে বঞ্চিত করিতে পারিতনা।

যাহাকে আমরা ভবিতব্য বলি, অদৃষ্ট বলি, সেও

ঈশ্বরেচ্ছার অধীন। মনুষ্যের ইচ্ছা তাহার উপর প্রভুতা করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বোক্ত কবিতাটী রঘুতিলক রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, আবার আমরাও বলি। কেন বলি, দেখ,—রাজা, রাজতনয়া, বিধাতা, সকলেরই ইচ্ছা পৃথক্, চিন্তাও পৃথক। রাজতনয়ার চিন্তা,—সেদিন অরণ্যমধ্যে যে এক প্রীতিপাত্রে হৃদয় দান করিয়াছিলেন তাহারই চিন্তা; রাজার চিন্তা,—সেই উৎসৃষ্ট বস্তুকে পাত্রসাত করিবার চিন্তা; কেবল চিন্তা নহে, পরোক্ষে এক প্রকার উপায়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার চিন্তা অন্যবিধ, সে উপায় কোন কার্য্যকারী হইল না। বহুদিন হইতে মহারাজের মনে কন্যাকে পাত্রসাত করিবার চিন্তা সঞ্চিত হইতেছিল। আজ্ বহু সম্বন্ধ নির্ব্বাচনের পর যোধপুরসম্ভূত যুবরাজের সহিত কুমারীর পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হইল। মহারাজের সম্পূর্ণ মত। পারিষৎবর্গ ও পুরবাসিগণ সকলেই এ সম্বন্ধে অনুমোদন করিল।

এ কথা রমণীসমাজে প্রচার হইল। সকলেই রাজকুমারের সদ্গুণ ও প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিতা, কুমারী অনুরূপ পাত্রে ন্যস্তা হইবেন।

অনন্তর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। দিন নিকট, অতি নিকট। আর সময় নাই,—সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন বহুলোকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার আয়োজন করিতে লাগিল। ক্রমে রাজপুর উৎসব-

ময় হইয়া উঠিল। পুরনারীগণের অন্তরে যেন আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান নাই।

বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল কুলাচরিত ব্যবহার আচরণ করিতে হয়, সে সকল সম্পাদনেরজন্য শত শত গুরুনিতম্বিনী কামিনীগণ মিলিত হইতে লাগিল। সকলেই উৎপলনয়না। কেহ পুর্ণযৌবনা, কেহবা উদ্ভিন্নযৌবনা, কেহ কেহ সংভিন্নযৌবনা। যৌবন কাহারও হৃদয়েমাত্র সংক্রামিত হইয়াছে। সকলেরই ভুবনমোহন দেহে মণিময় আভরণ, পরিচ্ছদ মনোহর। উৎকৃষ্ট পেশোয়াজ, উত্তম স্তনাংশুক, মনোহর ওড়্না,—সমুদায় হীরকাঞ্চিত।

যাহার চক্ষু আকর্ণবিশ্রান্ত, ভাসমান জলজের অনুকারি, কর্ণ উৎপলরাগতুল্য—তিনি নীলাংশুক ধারিণী। আর যিনি শ্যামা (দুর্ব্বাদল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল) শরীর অপেক্ষা মুখমণ্ডল, তদপেক্ষা গণ্ডদ্বয় কিছু রক্তিম, আবার সর্ব্বাপেক্ষা অতি বিস্তার নেত্রের ক্ষেত্র লোহিত, সে রক্তিম অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তিম রেখার সমষ্টিকতুল্য। ইনি ইন্দ্রনীল-খচিত পীতাংশুকে পরিবৃতা।

আর যাহার পরিপেলবাঙ্গ সুচীন কৃষ্ণাম্বরে আবৃত রহিয়াছে, উনি সংভিন্ন যৌবনা। আহা! কৃষ্ণাম্বরের অভ্যন্তরে ঐ হিরণ্ময়ী মূর্ত্তিটীর কি অচঞ্চল সুষমা। দেখ পাঠক! যেন যমুনার কৃষ্ণ সলিলের

অভ্যন্তরে শশধরের প্রতিবিম্ব। যদি তোমার মন নির্ম্মল হয়, তবে প্রতিবিম্ব পড়িবে, তবে উহার স্বরূপ অনুভূত হইবে।

কাহারও অবগুণ্ঠন নাই। সকলেরই আস্য বিকসিত। ঐ দেখ! একদল কৃত্রিম ফুল্লকমলিনী ভ্রমণ করিতেছে। একটী পূর্ণ কোরকের দলগুলি হস্তদ্বারা যে ইচ্ছানুরূপ বিন্যাস করিয়া ফুটান যায়, তাহাকেই আমরা কৃত্রিম প্রফুল্ল বলি। বিশেষ অনুভব করিয়া দেখ, ঠিক সংগতি হইবে। বোধ হয়, উহাদের সূর্য্যগণ ঐ রূপ ফুটাইয়া থাকিবে।

আজ রাজান্তঃপুর যেন পদ্মাকর। শতশত কমল এক কালে বিকসিত হইলে, সরোবরের যাদৃশ শোভা হয়, কামিনীগণের সমাগমে আজ্ রাজভবন তাদৃশ সুষমা প্রাপ্ত হইল।

সাবধানে কর্ণপাত কর, শুনিতে পাইবে, কি মধুর অলঙ্কার শিঞ্জিত, বীণাবিনিন্দিত রমণীকণ্ঠ-ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে মৃদুহাস্যধ্বনি, একতায় অতীব শ্রবণমোহন হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই বিবাহ-সম্বন্ধের কথা বার্ত্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছে, কুমারী অনুরূপ পাত্রেই সংগতা হইলেন। কেহ বলিতেছে, না হইবে কেন, অমৃত দেবতারই সেব্য! উৎসব একটী শশধর-নির্ব্বিশেষ, সকলেরই বদনকুমুদ বিকসিত।

মহিষীরও ত্রুটী নাই। সকলের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া পরিতুষ্ট করিতেছেন।

সখীভাবাপন্না দুইটী তুল্যবয়স্কা কামিনী, ইহারা যৌবনগর্ব্বিতা, যৌবনের ভারে মন্থরগামিনী ও অলস; কুমারীর অন্বেষণ করিতেছে। কুমারী কোথায়? কন্যাবৃন্দে, তরুণীদলে, প্রৌঢ়াসমাজে, কোথাও নাই, কক্ষে কক্ষে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

যে কক্ষে উৎসব নাই, কোলাহল নাই,—নিঃশব্দে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, রাজতনয়া পর্য্যঙ্কে শয্যা-শায়িনী আছেন। কুসুমসুকুমার অঙ্গ শয্যায় মিসিয়া আছে। মুখমণ্ডলে আর সে উজ্জ্বলতা নাই; কালিমা পড়িয়াছে। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, ভারে টল্‌টল করিতেছে। কেশ অসংযত, যেন দলপূর্ণ হিরণ্যলতা সহকারভ্রষ্ট হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন, ওমা! একি, আজ্ না আহ্লাদের দিন—

উভয়েই নিকটে আসিল। কুমারী কষ্টেশ্রেষ্টে উঠিলেন, কথা নাই, ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন।

কেহই বসিল না। যৌবনের দর্প, আগে বল! কি হইয়াছে, তবে বসিব, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল রাজনন্দিনী নীরব। উভয়েই বিস্ময়াপন্না।

কনিষ্ঠা রাজনন্দিনীর হস্ত ধারণ করিয়া ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন, ভাই! তোমার মুখ মলিন কেন, বলিতে হইবে। কুমারী মুখ নত করিলেন।

কৈ বলনা যে,—

রাজপুত্রী নতমুখে একটী উত্তর করিলেন। সে অর্দ্ধোক্তি। এমনি অস্পষ্ট যে, কিছুই বুঝা গেল না। তথাপি সে স্বরটী এমনি বিষাদব্যঞ্জক, যে তাহাতে আর মনোভাব বুদ্ধিমানের নিকট অব্যক্ত থাকে না।

অপরা কহিলেন, ভগিনি! চন্দ্রমা স্বয়ং প্রফুল্ল; এজন্য তাহাকে দেখিয়া লোকে আনন্দিত হয়। আর চন্দ্র যদি মলিন হন, চন্দ্রিকাবিহীন হন, তবে কি হয় বল দেখি?

আমরা তোমার সুখে সুখী। যদি এ আমোদের সময় তোমার মুখচন্দ্র মলিন হইল, তবে আমোদ আসিবে কেন?

কুমারী খেদগর্ভস্বরে উত্তর করিলেন, তা সত্য! কিন্তু প্রগাঢ় মসীতে যদি বিন্দু বিন্দু অলক্তক প্রদান করা যায়, তাহা মসীরূপেই পরিণত হয়; আমার অন্তর মসীময়,—

সে কি? কিছুইত বুঝিলাম না।

এ উৎসব আমার মনের কালিমা বৃদ্ধি করিয়াছে

তাহাই বা কি? আমরা জানি যে, অনূঢ়া অবলাগণের অন্তর-কালি বিনাশ করিতে পরিণয়ই একমাত্র সক্ষম। এ সংসারে যত প্রকার সুখপ্রদ বস্তু আছে, তন্মধ্যে পরিণয়ই একমাত্র সুখের কারণ। যত দিন না পতিসম্মিলন হয়, অবলা জাতির সে সুখ তত

দিন রুদ্ধ থাকে। তুমি পরিণামে সুখী হইবে। তবে আমাদের আজ্ কেন এ সুখে বঞ্চিত কর।

আমি ত বলিয়াছি, আমার মন কালীময়। যে সুখী হইবে সে সুখী না।

ভগিনি! চির নির্ব্বাপিত দীপ জ্বলিলে কে না সুখী হয়?

যাহা মনের অনভিমত, তাহাতে সুখ কি?

অনভিমত; সে কি,—চির-নিদাঘশুষ্ক লতিকার উপর বৃষ্টিধারা পতিত হইলে, লতিকার বাসনা কি, সেই বৃষ্টি প্রবাহ রোধ হয়?

রাজতনয়া বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া, স্বীয় পতি-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পিতা মাতা ভ্রাতা এমন কি শরীর পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিতে ছিলেন। মনে মনে বলিলেন, আর না,—। সবিনয়ে, হে স্নেহ কারিনী ভগিনিগণ! মন প্রকৃতিস্থ না থাকিলে যথার্থ উত্তর দেওয়া যায় না। আর উত্তরই বা কি, স্পষ্টই বলি। আমার মনের সুখ চিরবিনষ্ট হইয়াছে। তোমরা যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী হও, আমার প্রতি অনুরাগিনী হও, তবে আর ও কথা তুলিও না। আমার বিবাহে বাসনা নাই।

একেবারে সকলেই নীরব।

উভয়ে কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া, পরে রাজ্ঞীর গৃহা-ভিমুখে চলিয়া গেল।

কুমারী বিবাহ করিবেন না, এ কথা অন্তঃপুরমধ্যে মহাগোলযোগ হইয়া উঠিল। কেন, কুমারী এ কথা বলিলেন কেন, ইহার নিগূঢ় কারণ কেহ জানে না, এ কথা মহিষীর মর্ম্মে বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত করিয়াছে, তাঁহার নয়নে শোকাশ্রু বিগলিত হইতেছে।

রাজ্ঞী কাঁদিতেছেন, একজন রমণী রাজ্ঞীকে প্রণাম পুরঃসর কহিল, দেবি! কাঁদিলে কি হইবে, আসুন অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় থাকিতে পারে। জানা যাইবে, পরে সকলে বুঝাইলে প্রতীকারও হইতে পারে।

রাজ্ঞী এ কথায় কিছু শান্ত হইয়া তনয়ার নিকট যাইতে উদ্যতা হইলেন।

এখন প্রায় মধ্যরাত্র! জগৎ কৌমদীময়। শশলাঞ্ছন যেন আকাশের ব্যাস মাপিতে অগ্রসর হইতেছেন। আকাশে নীলিমা নাই, সম্পূর্ণ নির্ম্মল। অভ্যাগত রমণীদ্বয় প্রস্থান করিলে পর, রাজনন্দিনী একাই কক্ষ্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নানাবিষয়িনী চিন্তায় তাঁহার চিত্তমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, কিছুই ধারণা হয় না। মন যেন বৃহৎ কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সংসারের তাবৎ বস্তুতেই ভ্রম হইতেছে। জ্যোৎস্নাকে কখন হরিদ্রাবর্ণ, কখন রক্তবর্ণ বোধ হইতে লাগিল। কখন ভাবেন, জ্যোৎস্না মসীময়ী, আবার ভাবেন কৌমদী বুঝি ধূম্রবর্ণা হইবে। এইরূপ নানা প্রকার

চিন্তায় নিমগ্না আছেন, এই সময় রাজ্ঞী সংঙ্গিনী সমভিব্যাহারে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দূরহইতে পদধ্বনি কুমারীর কর্ণে গেল। সেই দিকে চাহিয়া দেখেন যে জননী আসিতেছেন। অমনি উঠিয়া বসিলেন।

লজ্জার এমনি স্বভাব, নিষ্ক্রান্ত হইয়াও গুরুজন দেখিলে আবার ফিরিয়া আইসে। সহসা জননী পাছে স্বীয় মনোবিকার বুঝিতে পারেন, এই ভাবিয়া গলিত কেশরাশি কথঞ্চিৎ বাঁধিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন। রাজ্ঞী আসিবামাত্র তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। রাজ্ঞীও তনয়ার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া সেই শয্যার পার্শ্বে বসিলেন, সজলনয়নে তনয়ার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তার সে শুহাসি নাই, সে প্রসন্নতা নাই। চক্ষের নীচে নীলরেখা পড়িয়াছে। কেশরাশি স্রস্ত, ললাটে ঘর্ম্ম বহিতেছে নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, উষাকালীন শিশিরাক্ত ছিন্ন জলজের ন্যায় ভাসিতেছে।

দেখিয়া রাজ্ঞীর মর্ম্ম যেন ছিঁড়িয়া গেল। বাষ্পাহত স্বরে কহিলেন, বৎসে! তোমার কাঞ্চনলাঞ্ছন বদন কেন মলিন হইল? সুকুমার অঙ্গের কমনীয়তা কোথায় গেল। কি হইয়াছে, বল?

নিরুত্তর—নতমুখী হইলেন। লজ্জার কি চমৎকার গতি! এই মাত্র মনে করিতেছিলেন, যে মাতা

আসুন, পিতাই আসুন, আর যেই আসুন, আমি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিব, যে আমি আর বিবাহ করিব না। কিন্তু তাহা পারিলেন না।

মহিষী অধৈর্য্যা, তনয়ার চিবুকে করপ্রদান করিয়া, কৈ? কিছু বল না যে, বল বল।

ভাল,—একটী কথা জিজ্ঞাসা করি সখীদিগের সঙ্গে কি বলিয়াছ?

কি বলিব। আর বলিয়াই বা কি হইবে।

না,—আমি শুনিয়াছি। সে কি তোমার উপযুক্ত? ছি,—তুমি আমাদের জীবন।—

মাতঃ! ক্ষমা করুন! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বাছা! অভাগিনীর অদৃষ্টের প্রতি প্রসন্ন হও। আর বলিও না। দেখ! তোমার সখীগণ দুঃখিত হইয়াছে। বধূগণ হাসুক, তোমার পিতার মনোরথ সফল হউক, আমাকে দুঃখিনী করিও না।

অম্ব! ক্ষমা করুন! আমার বিবাহে বাসনা নাই, বলিয়া একেবারে মাতার চরণ ধারণ করিলেন।

সকলে হত জ্ঞান।

বিবাহ করিবেন না, এ কথা মহারাজের কর্ণে উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। স্বীয় জীবনের সার, স্নেহের আধার দুহিতার তাদৃশ বার্ত্তা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও সেই কক্ষমধ্যে আগমন করিলেন।

কক্ষটী বধূগণে পরিপূর্ণ। মহারাজ আগত দেখিয়া সকলেই সাবধান হইল। মহারাজ সেই শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন, দুহিতার ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সুমিষ্ট বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, যত বুঝান উত্তর নাই, কুমারী ততই কেবল মুখাবনতি করেন।

বহুক্ষণ বুঝাইলেন। উত্তর না পাইয়া ক্রমে (ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি) ক্রোধের উদয় হইল। আবার অবশ্যম্ভাবি দুর্ঘটনা আর থাকিতে পারিল না। সময় বুঝিয়া তাঁহার নেত্রপথে স্বীয় কুটীল স্বভাব ব্যক্ত করিল। কুমারীর উপাধানের নিচে সেই কালস্বরূপ অসি লুক্কায়িত ছিল, তাঁহার অনবধানতায় হউক, আর কালচক্রের গতি প্রযুক্তই হউক, অসির মুষ্টি-দেশ বহিষ্কৃত রহিয়াছে।

মহারাজ দেখিলেন।

অমনি একবারে জ্বলিয়া (ঘৃতাহুত পাবকের ন্যায়) উঠিলেন। ক্রোধে অধীর, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। নেত্রদ্বয় কালানল সদৃশ দুষ্প্রেক্ষণীয় হইল। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, গম্ভীর স্বরে কহিলেন, একি,—

কুমারীর প্রাণ উড়িয়াগেল, মূর্চ্ছিতা হইলেন। মহারাজের সে মূর্ত্তি, সে স্বর, কক্ষস্থ সকলকেই অবসন্ন করিয়া তুলিল।

উঃ, ক্রোধ কি ভয়ানক পদার্থ, ত্রিভুবনকে অন্ধ

করিতে পারে, বধীর করিতে পারে, সকল অকার্য্যই করাইতে পারে! সেই শিরীষ-পরিপেলবাঙ্গীর গ্রীবা একেবারে গদাধারণক্ষম হস্তে ধারণ করিলেন। পাপিয়সি! এ কোথায় পাইলি। বুঝিলাম, তুই গেহলোটবংশের ধ্বংস করিতে আসিয়াছিস। রে পাপকারিনি! তোর পাপভরে এ নির্ম্মল গেহলোটবংশ নিন্দাজলে নিমগ্ন হইল; এই অসিতেই তোর রক্তে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব, বলিয়া সেই তরবারি উত্তোলন করিলেন।

রাজ্ঞী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, মহারাজ! একি, রক্ষা করুন রক্ষা করুন বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ অসি নিক্ষিপ্ত হইল। আচ্ছা, কাল উভয় বংশের বৈরতার শেষ হইবে বলিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

কক্ষ মধ্যে হাহাকার উঠিল।

হাঃ! কোথায় বিবাহের আয়োজন, কোথায় যুদ্ধের উদ্যোগ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কান্যকুব্জ নগর।

নগরীটী মহা সমৃদ্ধিশালিনী। সম্মুখে সভাগৃহ, বদ্ধপরিকর প্রহরীবর্গে সভাদ্বার রক্ষিত হইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ-বেশী তথায় আগমন করিল। রাজ-ভবন অবারিত, বিশেষ তৎকালের প্রচলিত প্রথা ব্রাহ্মণদিগকে কোথাও যাইতে নিষেধ করিত না। আগন্তুক অবাধে রাজপুর প্রবেশে সমর্থ হইলেন। দ্বারদেশ অতিক্রম হইল। চতুর্দ্দিক হইতে একেবারে তাঁহার নয়ন তত্রত্য ঐশ্বর্য্য মহিমায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নয়ন যে দিকে ফিরান, অদ্ভুত বলিয়া প্রতীতি হয়।

দেখিলেন, শৈলচূড়-সদৃশ কক্ষমালায় এক ধবলাচল-তিরস্কারী বিশাল মন্দিরকে বেষ্টন করিতেছে। সম্মুখে অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন-ভূমি, মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। উপরিভাগ বিপুল স্তম্ভাধারে চত্বরাচ্ছাদনী সংবদ্ধ।

উহার তলভূমি কখন সূর্য্যের প্রখরালোক স্পর্শ করিতে পায় না। মধ্যে অপ্রবিষ্টালোক হইলেও অন্ধকার নাই। স্থানে স্থানে স্তবকিত রত্ন রাশি মৃদু ধবলালোক বর্ষণ করিতেছে। রত্নের আলোকে শশধরের তিরস্কার।

আগন্তুক ক্রমে সেই বিশালতল অধিবেশন-কক্ষের দ্বারদেশে আসিলেন। দেখিলেন, মহারাজ রত্নাঞ্চিত হেমাসনে উপবিষ্ট। তৎপার্শ্বে অমাত্যেরা উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া অতি স্থিরভাবে আদিষ্ট কার্য্যের সম্পাদন করিতেছে। পুরোভাগে অদূরে, অর্থী ও প্রত্যর্থিগণ, গৃহীতাস্ত্র সৈনিক পুরুষেরা অবস্থান করিতেছে।

সভাগৃহের অভ্যন্তর সুগভীর। সভ্যগণের আকার প্রকারও তাদৃশ। নিঃশব্দ, কেবল মধ্যে মধ্যে বাজে নিযুক্তগণ স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে অর্থবান বাক্যে সভাতল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। আগন্তুকের পূরাণবর্ণিত পাতাল-পুরপতি বরুণদেবের আলয় মনে পড়িল। বিস্ময় রসের ভারে যেন তাঁহার গতি স্তম্ভ হইতে লাগিল, বিস্ময় রসে ভয়ানক রস আকর্ষণ করে, তৎ-প্রভাবে গাত্র কণ্টকিত হইতে লাগিল।

অনেক যত্নে সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

(তৎকালের প্রথা) ব্রাহ্মণ আসিতে দেখিয়া, সভ্যেরা সকলেই আহ্বান-সূচক আকারভঙ্গি প্রকাশ করিল। তাহাতেই ব্রাহ্মণের আহ্বান হইল, ভৃত্যেরা আসন প্রদান করিল, ব্রাহ্মণ সৎকৃত হইয়া বেদবি-হিত আশীর্ব্বাদ করতঃ উপবিষ্ট হইলেন।

এখন ব্রাহ্মণের নেত্র রাজপুত্রের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল। তিনি চেনেন না, সুতরাং কৃতকার্য্য

হইতে পারিলেন না। পরিশেষে রাজদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি যুবরাজের সহিত সাক্ষাত করিতে বাসনা করি।

সকলেই আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইল।

কেহ কিছু বলিল না।

আবার কহিলেন, শার্দ্দূল-হন্তা যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি।

যুবরাজ সেনাপতি-গ্রাহ্য পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আগত ব্রাহ্মণকে আজমীর-বাসী বলিয়া আশংসা করিতেছিলেন। এবং মনে মনে (ব্রাহ্মণ যে কার্য্যে আসুক না কেন, যদি আজমীরের সংবাদ বলিতে পারে, তবে, ইহার পক্ষাবলম্বী হইব) এইরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। এই সময়, " শার্দ্দূল-হন্তা " এই শব্দটী তাঁহার কর্ণদ্বারে তথা হইতে হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

রাজপুত্র যেন আর সে সভা মধ্যে নাই। নগর মধ্যেও নাই। ঐন্দ্রজালিকের যাদু প্রতাড়িত হইয়া যেন একেবারে সেই অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ফলতঃ তাঁহার মন আর রাজকার্য্যে রহিল না, কেবল ভূতপূর্ব্ব ঘটনা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পাছে মনোবিকার প্রকাশ হয়, এই ভাবিয়া শীঘ্র পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় একজন ভৃত্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে লইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ আগত হইবামাত্র তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া, ঠাকুর! আমিই শার্দ্দূল হন্তা,—বাষ্পময় মনোবেগ আর হৃদয়ে পর্য্যাপ্ত হইল না, নেত্রপথে বিগলিত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ একখানি পত্রিকা দিলেন, যুবরাজ সযত্নে গ্রহণ করিলেন।

পত্রিকার শিরোভাগে একটীমাত্র শব্দ "ক্ষত্রপ্রবীর! শরণ্য" লিখিত আছে। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কি জানি,—কি ভাবিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিয়া, ঠাকুর! পত্র খুলিব?

খুলিবেন বৈকি, আপনারই পত্র,—

পত্র খুলিতে রাজকুমারের যেন বিপদপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। তবু খুলিলেন। মনেমনে পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্রে এই লিখিত ছিল। "যুবরাজ! স্মরণে আইসে কি না বলিতে পারি না। এই হতভাগিনীর মুখে এক সময় শুনিয়াছিলেন, যে শত্রু-সন্তানের জীবন রক্ষা করা রাজপুতকুলের উপযুক্ত হয় নাই। বলি, কেন না যদি মনে হয়। যে দিন অরণ্যমধ্যে শার্দ্দূলের কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মনে করুন। পিতা আসিতে দেখিয়া আমি যখন তরবারি স্পর্শ করিলাম, এই অসিই আমার আশ্রয়।

তখন আপনিও অসি ধারণ করিয়া বলিলেন, আমিও এই অসির আশ্রয় লইলাম।

যুবরাজ! বোধ হয়, হতবিধি তাহা শুনিয়াছিলেন।

সে দিন গেল। পর দিন দেখিলাম, ভিত্তিসংলগ্ন যে তরবারি ছিল, সে আমার না। বলিতে কি এতদিন রসনা সঙ্কুচিত ছিল, আর সে সঙ্কোচ নাই। অসির অবয়ব দেখিতে যেন মনের ঔৎসুক্য হইতে লাগিল, অস্ফুট আনন্দ হইতে লাগিল।

দেখিতে লাগিলাম।

সহসা দেখিলাম, তরবারির মুষ্টিবন্ধে একটী নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। বুঝিলাম, সে রক্ষিতার নাম। আর সে পবিত্র নামের নিকট কে অকৃতজ্ঞ থাকিবে? তৎক্ষণাৎ আমি উহা নেত্রভূষণ, হৃদয়রত্ন করিতে বাধ্য হইলাম।

কিছু দিন গেল। আমার সে সুখ দুর্দ্দৈবের আর সহ্য হইল না। পিতার নেত্রপথে পতিত করিলেন; একে শত্রু নামাঙ্কিত অসি,—আবার আমার কাছে দেখিয়া পিতা ক্রোধে অধীর হইলেন। কালকূট যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, তেমনি সেই ক্রোধ তাঁহার মস্তিষ্ক ভেদ করিতে লাগিল, দুর্দ্দৈব উহার সাহায্যকারী।

অবশেষে তিনি আমাতে পাপের আশঙ্কা করিয়া সেই অসি দ্বারাই আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য

হইলেন, কিন্তু স্নেহময়ী জননী,—আর স্নেহময়ীই বা বলি কেন, যদি তিনি পিতার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত না করিতেন, তবেই আমাকে স্নেহ করা হইত, তবে স্নেহময়ী বলিতাম, তিনি তাহা না করিয়া পিতাকে সে অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

হায়! দানের পরিণাম ফল,লোকে অমৃততুল্য বলে, কিন্তু অভাগিনীর জীবন দানের ফল আজ্ কালকূটে পরিণত হইল; আর সংকোচের সময় নাই, বলিতে হইল। পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। এমন কি দূত প্রেরণ না করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। বোধ হয়, কাল সর্ব্বারম্ভে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। আপনি আমার দগ্ধ জীবন রক্ষা করিয়া এ ভারভূত দেহের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। ঈশ্বর না করুন! এ শরীর যাহার অধিকার হইয়াছে, তাহার কোন অমঙ্গল হইলে, অধিকৃত দেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। এ পাপীয়সী হইতেই এ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষমা প্রার্থনা করি, ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন। আমি আর কাহার্ আশ্রয় লইব, কেইবা দিবে, একমাত্র হুতাশনের কোমল অঙ্ক লক্ষ্য করিয়াছি ইতি"।

ইন্দুমতী।

হস্ত হইতে পত্র, নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। আকাশে দৃষ্টি রাখিয়া (কাক-চঞ্চুবৎ আস্যে) একটা

শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, পরে, ক্রমে যেন ক্রোধের উদয়।

"——স্মরণাৎ, ক্ষুভিতঃ শোকসাগরঃ।
——শিখিন', পীয়তে ক্রোধজেন মে॥"

অনুতাপ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, ক্রোধ-জন্মা হুতাশন তাহা শুষ্ক করিল। নেত্রগর্ভে শোণাভা প্রকটিত হইল। কহিলেন, প্রভো! আপনি গমন করুন! বলিবেন, যে রাজপুতেরা জীবন সত্ত্বে অধিকার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় না। কাল সকলেই শুনিবে, (অজয়চন্দ্র) দুস্তর সমরসাগরে সন্তরণ করিতেছে। তখন মস্তক হইতে হীরক খণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন, ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন।

এখন দিনপতি মধ্যপথে আগত হইলেন, সভা-ভঙ্গ-সূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে, সভ্যেরা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বেলা অবসান। যুবরাজ স্নান-ভোজনান্তে স্বীয় প্র-মোদ-কক্ষে বসিলেন। তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয়, তিনি কোন বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। সত্য! যে কার্য্য উপস্থিত, সে বৃহৎ বটে। তাহারই কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যের মন্ত্রণা,—এ নির্জন গৃহ, কেহই নাই, তবে কাহার সহিত মন্ত্রণা? মনের সহিত মন্ত্রণা করিতে-ছেন।

এক জন প্রসন্নাক্ষ যুবাপুরুষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে কহিল, অজয়! কি হচ্চে।—

যুবরাজ আগন্তুকের অনুরোধেই যেন গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে আবার একাসনে বসিলেন। অভ্যাগত যুবা রাজকুমারকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন,—অন্য দিন দেখা হইলে যেমন পরস্পরের মনে আহ্লাদ হইত, পরস্পরের নেত্র উপোষিতের ন্যায় দর্শনসুখ পান করিত, বিকসিত হইত, আর বিবক্ষাবৃত্তি যেন অধরে, কপোলে সঞ্চরণ করিত, আজ্ তাহার কিছুই নাই। কিছুই নাই,—তথাপি বন্ধুতার বিনাশ হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। আর যেন অন্যমনস্ক। বিষণ্নভাবে কুমারের কর স্বহস্তে ধারণ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! আজ্ তোমাকে এমন দেখিতেছি কেন? প্রতারণা করিও না, তুমি আত্মাকে কি জন্য ব্যাকুল করিতেছ, বলিতে হইবে।

কুমার মুখাবনত করিয়া রহিলেন।

আগন্তুক যুবা মহারাজ ধর্ম্মভদ্রের প্রধান সেনানায়ক, যুবরাজের কিঞ্চিৎ অগ্রজন্মা, পিতৃব্য পুত্র, নাম সুরৎকুমার। বাল্যকালাবধি উভয়ে একত্র শয়নাশননিবন্ধন পরস্পরের দৃঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে। এজন্য উনি কুমারকে নামোল্লেখে ডাকিয়া থাকেন, কুমারও ভ্রাতার মতের বৈপরিত্য করেন না।

কিছুক্ষণ পরে যুবরাজ নতবদনে তাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পত্রিকাখানি প্রদান করিলেন।

সুরৎকুমার পত্র পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিলেন, পরে স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে কহিলেন বিনা যুদ্ধে।

বিনা যুদ্ধে ভাল কোথায়?

বিলম্বে উত্তর করিলেন। ভালই! যুদ্ধওত আমাদের পার্থনীয়।

তবে আপনার অনুমত?

না কেন?

রাজকুমার অসংকোচ স্বরে তবে আমাকে অপুনর্ভাবি আলিঙ্গন প্রদান করুন, বলিতে অশ্রু বিগলিত হইল।

এখন না, আমি তোমার সাহায্য করিব। আমি রাজাজ্ঞা পালনে বাধ্য আছি, তাই বিদায় লইতে আসিয়াছি, এখন বিদায় দাও,—

কুমারের নেত্রপক্ষ্ম হইতে (সহস্র ধারার ন্যায়) অশ্রু পড়িতেছে, ভ্রাতাকে একটী নমস্কার করিয়া বিদায় করিলেন।

তিনিও চলিয়া গেলেন।

আশা। আশা একটী অদ্ভুত সূত্র বিশেষ। সমস্ত জীবলোক ইহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে। যে সূত্র মনুষ্য হৃদয়ে থাকিয়া ইন্দ্রশত বন্ধনেও সমর্থ বোধ করে,

ভুবনত্রয় অনুসন্ধান করিলেও যাহার সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ব্রহ্মাণ্ডকোটীতেও যাহার উদর পর্য্যাপ্ত হয় না, সেই আশাকে স্থত্র বলিলাম। ইহার সহিত মনুষ্যের লূতা ও তন্তুর ন্যায় সম্বন্ধ। লূতা যেমন স্বীয় সুত্র অবলম্বন করিয়া আকাশপথে ভ্রমণ করে, সমুদ্র পারেও যাইতে পারে; মনুষ্যেরাও তেমনি আশাবাহী হইয়া দুর্গম অর্ণবমধ্যেও যাতায়াত করে। বিপদ-শত-পূর্ণ অর্ণবগর্ভ, অশনিপাত-সংকুল আকাশ, কোথাও যাইতে পরাঙ্মুখ হয় না।

যুবরাজ সেই আশা স্থত্রের অনধীন হইতে পারিলেন না, একাকী দুরবগাহ সমরসাগরে অবগাহন করিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি, (মহারাজের অজ্ঞাতে) আজ রাত্রিকালে (যাহারা নিজের অধীন) সেই দ্বিসহস্রমাত্র সেনা লইয়া বীকেনীয়র যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণগড়।

"অনিবারিতসম্পাতৈ রয়মাস্রাশ্রুবারিভিঃ।"

সুদীর্ঘ রাত্রের সহিত চতুর্দ্দশ ক্রোশ পথের শেষ হইল। তিমিরহন্তা মিহীরের উদয় কাল আগত, এখনও মেদিনী সম্যক্ করস্পৃষ্টা হন নাই। তথাপি, তিমিরপটল যেন সভয়ে লতাকুঞ্জে, গিরিগহ্বরে পলায়ন করিতেছে।

ক্রমে প্রাচীদিক্ রাগলোহিত হইল। দিগঙ্গনা যেন রক্তাম্বরধারী প্রতিস্নায়ী বৈখানসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এই রাত্রিন্দিনের সন্ধিকাল অতীব রমণীয়। জগতে উগ্রতা নাই, কোলাহল নাই, প্রশান্তমূর্ত্তি। কেবল দুই একটী পতত্রী প্রবুদ্ধ হইয়া আনন্দ নাদ করিতেছে। কমলবন বিকসিত, ভ্রমরেরা কমলের গর্ভশয্যা পরিত্যাগ করির্তেছে।

এই সময় কুমার অনধিক দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া কৃষ্ণগড় প্রাপ্ত হইলেন। সেনা সংস্থান ও শিবির সন্নিবেশ হইল। আপনাকে অচিরাৎ সমরযজ্ঞে দীক্ষিত করিতে হইবে বলিয়া স্নানকার্য্য সমাধা

করিলেন। পরে, অভীষ্টদেবের পূজা,—বিধানানুসারে পূজাও হইল। এখন প্রার্থনা,—নয়ন কিঞ্চিৎ নিমীলিত ও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ করিলেন, মৌলীদেশে অঞ্জলি রচনা করতঃ, প্রভো! আমার এই শেষ পূজা,—কি জানি,—আমি যে দুর্ব্বহভার বহন করিতে মস্তক পাতিয়াছি, তাহাতে আর যে, ও পদে উপহার প্রদান করিব, আশা করি না। কৃপা করিয়া দাসের শেষ পূজা গ্রহণ করুন! প্রার্থনা হইল। এখন সেনাপতি!—ভাবিলেন, এ ভার আর কাহারে দিব, কেইবা গ্রহণ করিবে। আত্মন্! অসমপ্রিয়! তুমিই ইহার উপযুক্ত পাত্র। তুমিই আমার সৈনাপত্য গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, হয়—বৈরি প্রাণহর হইবে, অথবা প্রিয়ার উপদিষ্ট পথ প্রাপ্ত হইবে। প্রস্তুত হও, আর সলিল কোথায় পাইব, এই নয়ন সলিলে তোমাকে অভিষেক করিতেছি। বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রু বহির্গত হইল। সেনাপতি হইল। এখন সেনাবিভাগ,—স্বয়ং উৎকৃষ্ট কবচে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিলেন। কটীতটে কটীবন্ধ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ বন্ধন করিলেন। পরিষ্কৃত আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, হে দিনপতে! তুমি এই রাটোর বংশের কুলপুরুষ। তুমিই আমার প্রথম শত্রু দর্শনের স্থল হও। আর দেখ আমি সেনা বিভাগ করি।

নানাপ্রকার উত্তেজক বাক্যে সেনাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

সমরবিশারদ কুমার, ইহা উত্তম বুঝিতেন, যে বলসাম্য ব্যতিরেকে সম্মুখযুদ্ধ করা অনুচিত। যাহার বল অল্প, সে অগ্রে উপায়দ্বারা শত্রুবলের হ্রাস করিবে। পশ্চাৎ সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। শত্রুবল অনেক অধিক হইবে জানিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আপাততঃ সৈন্য সমুদায় চারিভাগে বিভক্ত করিতেছেন। প্রধান বীরপুরুষেরা কৃতাস্ত্র হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

যুবরাজ মেঘগম্ভীরস্বরে কহিলেন।

বিনোদ সিংহ! তুমি তিনশত পদাতি আর দুইশত অশ্বারোহী লও, কুমার সিং! তুমি দুইশত পদাতিক আর তিন শত অশ্বারোহী গ্রহণ কর। চেৎকরোম্! তোমাকে একশত অশ্বারোহী আর চারিশত পদাতিক দেওয়া গেল।

আমি অবশিষ্ট সৈন্যের ভার গ্রহণ করিলাম।

এখানে আমাদের শিবির সন্নিবেশ হইয়াছে, এবং এখানে আমরা স্বদলে অবস্থান করিতেছি ভাবিয়া, সমস্ত শত্রুবল বোধ হয়, বোধ হয় কি, একেবারে উন্মত্ত হইয়া এখানেই আসিবে, সন্দেহ নাই। তুমি এখানে থাক! অতি সাবধানে সৈন্য রক্ষা করিও।

আর কুমার! তুমি দক্ষিণে ও বিনোদ সিং উত্তরে কোন নিভৃতস্থলে লুক্কায়িত থাক। যখন দেখিব,

শত্রুদল এখানে পৌঁছিয়াছে, নগর শূন্যপ্রায়, আমি অমনি একেবারে পশ্চিমদিক্ দিয়া নগরমধ্যে আক্রমণ করিব। অবশ্য নগর রক্ষার্থে শত্রুপক্ষীয়েরা যত্ন করিবে, কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কতক কতক আবার নগর রক্ষার্থে ধাবিত হইবেক, ঐ সময় উভয়দিক হইতে একেবারে কুমার সিং ও বিনোদ সিং বেগে আসিয়া শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে অবশ্য জয় লাভের সম্ভাবনা।

যাও,–আর বিলম্ব না,—বলিয়া স্বয়ং মারুতগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন। সকলেই পূর্ণ উৎসাহ সহকারে, এ উত্তম এ উত্তম, বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সৈন্য সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

এদিকে রাত্রি যেন আজমীরের সৌভাগ্যের সহিত প্রভাত হইয়াছে। বায়ু যেন গৃহে গৃহে শত্রু সমাগমের সংবাদ দিয়াছে। সকলেই সশঙ্কিত, আজমীরে হুলস্থূল হইয়া উঠিল।

যাহাকে হস্তগত করিতে বহুতর আয়াস লাগিত, যত্ন লাগিত এবং দূরে যাইতে হইত, তাহাকে স্বয়ং আগত দেখিয়া একেবারে শত শত ক্ষাত্রবীর হর্ষে ও ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল। আজমীর যেন ক্রোধে উন্মত্ত।

রাজাজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। কেবল "বাহির হও বাহির হও" শব্দ।

কোথাও যোধগণ তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। কোথাও ঘোরতর করি বৃংহিত, অশ্বের হেষারব, অস্ত্রের স্বন স্বনি, একেবারে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।

ক্ষত্রিয়বীরগণ উৎসাহপূর্ণ খরজস্বরে "আও আও" বলিয়া ধাবিত হইল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেই কৃতাস্ত্র হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইল।

এখন আজমীর যেন বন্যগজালোড়িত মহারণ্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আজমীর যেন যুগান্ত-কালীন কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত্রু বল গ্রাস করিতে যাইতেছে।

রণস্থলে উভয় দল মিলিত হইল।

আজমীররাজের মনে শত্রুসৈন্যের যেরূপ ধারণা ছিল, আসিয়া দেখিলেন, তাহা কিছুই না। অন-ধিক পঞ্চশত সেনামাত্র অবস্থান করিতেছে, আর কুমার নাই।

কেহ বলিতেছে, এ সৈন্য কার, কেহ বলিতেছে, সে পলায়ন করিয়াছে। যুদ্ধ স্থগিত। আজমীরের সৈন্য-মধ্যে কেবল ঐরূপ জল্পনা আরম্ভ হইল।

কুমারের অনুসন্ধান নাই।

ভাবী কর্ম্মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুযায়ী লোকের উদ্যম হইয়া থাকে, কিন্তু লঘুকার্য্যকে গুরু বোধ হইয়া যে উদ্যম হয়, পরে যদি জানা যায়, সে কার্য্য অতিলঘু, তবে সে উদ্যম, সে যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে, আর উপেক্ষা জন্মে।

আজমীররাজের মনে উপেক্ষা হইল। মনে মনে একটু হাসিলেন। সেনামধ্যে গোলযোগ দেখিয়া কহিলেন, আঃ! তোমরা কি কর। উহাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ কি। সব বন্দি কর।—

এই সময়, নগরমধ্যে মহাকোলাহল পড়িল। সংবাদ আসিল, মহারাজ, নগরমধ্যে শত্রুবল প্রবেশ করিয়াছে, আঃ কি হইল, এ আবার কি! বলিয়া সকলেই আবার দণ্ডাহত কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রস্রোতের ন্যায় যোধসকল নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অমনি উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে কুমার সিং ও বিনোদ সিং প্লুত, আপ্লুত ও চিত্রমণ্ডল প্রভৃতি গতি প্রদর্শন করতঃ (যেম নাচিতে নাচিতে) নগরগামী সেনাপ্রবাহ রোধ করিলেন।

মাহারাজ এখন কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অন্ধকার দেখিলেন। ভাবিলেন, এখন কেবল আত্মরক্ষা,—ব্যূহ রচনা বা গতি পরিপাটী, কিছুই হইল না। অনিয়মেই যুদ্ধ করিতে হইল।

স্বয়ং নগররক্ষার্থে ধাবিত হইলেন। যুদ্ধারম্ভ হইল। বলোদ্ধৃত ধূলিপটলে দশদিক আছন্ন। সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন, সকলেরই জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা,—

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। আজমীরপতি দেখিলেন আর নিস্তার নাই; আজ্ প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই উচিত। সৈন্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন, ভগবান্ হেমমালী পশ্চিমাম্বরে আসিয়াছেন। যোধগণ এখন বিশ্রাম করুক।

সন্ধ্যা হইল। উভয়দল প্রতিনিবৃত্ত হইল। এ যুদ্ধের হতাহত পরিত্যাগ করিয়া কুমার সেনা অপেক্ষা আজমীরের বল কিয়ন্মাত্র অধিক রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সমরান্ত,—নিশীথে।

"শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু।"

মধ্যরাত্রে সকলেই জাগরুক। অতি সাবধানে সেনানিবেশ রক্ষা করিতেছে। কুমারের নিদ্রা নাই, কি নিগূঢ় চিন্তা করিতেছেন? এক জন কৃতাস্ত্র সৈনিক পুরুষ আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কুমার দেখিলেন, যিনি পরার্দ্ধ নিশার রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়া ছিলেন, সেই বলেন্দ্র সিংহ—„

কি খপর বলেন্দ্র!

“একখান পত্র” বলিয়া অর্পণ করিলেন। পুনর্দৃষ্টির অপেক্ষায় রহিলেন।

“পড়া হইল” পত্রখানি মেজের উপর রাখিয়া একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বলেন্দ্র কহিল। পত্রবাহক দ্বারে, তাহাদের ইচ্ছা, যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করে।

সাক্ষাৎ,—একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, লইয়া আইস। বলেন্দ্র চলিয়া গেল। যেখানে পত্রবাহক দ্বয় অবস্থান করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আইস! উভয়ে যাইতে প্রবৃত্ত, সেনানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

তিন জনে যাইতেছেন। বলেন্দ্র মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে সশস্ত্র লইয়া যাওয়া কি শঙ্কার বিষয় না?—কি জানি, শত্রুপক্ষীয়ত বটে। পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, মহাশয়! শিবির নিকট, অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করুন!—

উভয়ে তাহাই করিল।

অনন্তর তিনজনে শিবির মধ্যে প্রবেশ করতঃ শিরঃনমন করিয়া দাঁড়াইল। কুমারও উচিত অভ্যর্থনায় সম্মান করিলেন।

আগন্তুকদ্বয় একত্র উপবেশন করিল, কেহ কিছু বলিল না। কুমারও কিছু বলিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে এক জন কহিল, যুবরাজ! পত্র কি—দেখিয়াছেন?

হাঁ।—

তাহা কি আপনার অনভিপ্রেত।

উত্তর করিলেন না।

আমরা শত্রুপক্ষীয় বটে, কিন্তু (এ কথা বিশ্বাস কিসে হইবে) শত্রু না।

কুমার সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, শত্রুভয় করি না, যাইব—ভাবিতেছিলাম, যে নিবারণ করিবে—তাহারই অনুরোধ—। বলিয়া চুপ্ করিলেন। ভাবিলেন যে, যাহার জন্য আমি কালের করালগ্রাসে জীবন দিতে পরাঙ্মুখ না, তাহার একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষায় কি পরাঙ্মুখ হইব? কাল যদি আমার জীবনের অবসান হয়, তবে,—পিতা, মাতা, প্রিয়তম বন্ধু কাহারওত আর অনুরোধ করিতে হইবে না।

কুমারের হৃদয় একেবারে উদারতায় পরিপূর্ণ। তিনি ভাবিলেন না যে, এই নিশীথে একাকী শত্রুগৃহে যাইব, গেলেই বা কি ঘটনা হইবে। বলিলেন, চল! একেবারে দাঁড়াইলেন, চল—

আজ্ঞা, এক নিবেদন,—

বল!—

আমাদের জনৈকের পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন্! তাহা হইলে নিরাপদে যাইতে পারিবেন।

কুমার আর বিলম্ব করিলেন না, তাহাই করিলেন। পরিচ্ছদ-প্রদাতা তথায় রহিল, পরিচ্ছদ-দাতার

অন্যতর ও যুবরাজ সেনানিবেশ হইতে বাহির হইলেন।

অনিবিড় অন্ধকার, অম্বর ঈষন্মেঘাবৃত। যাইতেছেন, রণভূমি অতিক্রম হইল। যাইতেছেন—

দূরে একটী ক্ষুদ্রালোক দেখাগেল। সমভিব্যাহারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ঐ যে ক্ষুদ্রালোকটী দেখিতেছেন, উহা অত্যুচ্চ সিংহদ্বারে সংলগ্ন। নানা বিষয়িনী কথা বার্ত্তায় যাইতেছেন।

পথপ্রদর্শক একটু দাঁড়াইল।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? দাঁড়াইলেন, যে?

হাঁ! এই বামদিকে একটী ক্ষুদ্র পথ দেখিতেছেন? দেখিতেছি।

এ পথটী অপরিষ্কৃত, অল্পায়াতন, আর মাঝে মাঝে জঙ্গলও আছে। এ পথে গেলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। অকন্টকে যাওয়া যাইবে, আর যে পথে যাইতেছি, এ পথে গেলে পর দেখিতে পাইবেন যে, মহারাজ (কীর্ত্তিচন্দ্রের) করবাল-কিণাঙ্কিত বাহু কিরূপে আজমীর রক্ষা করিতেছে।

কুমার অতি অসংকোচ স্বরে বলিলেন, তবে এই পথে চলুন। সমভিব্যাহারী শুনিয়া মনে মনে বলিলেন "সদৃশ বটে"—তবে আসুন।

ক্রমে হেমকূটসদৃশ সিংহদ্বারে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন, শত শত প্রহরী অতি সাবধানে

দ্বার রক্ষা করিতেছে। সাধ্য কি, কেহ তাহাদের প্রতি নেত্রপাত করে, জ্যোতিষ্মান অস্ত্রপ্রভায় নেত্র যেন ঝল্‌সীয়া যায়।

দ্বারভূমিও উত্তীর্ণ হইলেন। কেহ কিছু বলিল না। বাহন ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহারা জানিয়াছিল যে প্রবোধ ও সাধু এই মাত্র বাহিরে গিয়াছিল, তাহারাই ফিরিয়াছে।

রাজপথ সুপ্রশস্ত। দুধারে আলোক জ্বলিতেছে; রাত্রি অধিক হইয়াছে, লোকের যাতায়াত বন্দ; কেবল দুই এক জন রক্ষী পুরুষের সহিত সাক্ষাত হয়। আর দুই একবার নগর রক্ষকের গভীর গলধ্বনিও শুনা যাইতেছে। কুমার পথ-প্রদর্শকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তিচন্দ্রের বিভূতি দেখিতে দেখিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছেন।

যাইতে যাইতে পথপ্রদর্শক যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মহাশয়! এই বাম ভাগের সংকীর্ণ পথে আসুন, বোধ হয়, সেনানাথ বাহির হইয়াছেন দেখুন, ঐ তুরগারোহী বীর এ পথে আসিতেছেন। কি জানি,—বলিয়া সেই সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করিলেন।

অশ্বারোহী দূর হইতে গর্জন করিয়া কে যায়,—কে যায় বলিতে বলিতে বেগে আসিতে লাগিল। পথপ্রদর্শক উহা দেখিয়া, মহাশয়! একটু চলিয়া যান!

কুমারকে এই বলিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া—আমি প্রবোধ—

আর—

সাধু সিংহ—

অশ্বারোহী অন্যপথে গেল। উভয়ে মিলিত হইলেন। অবিলম্বে নগরপ্রান্তে একটী উদ্যানস্থ বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে আগত হইলেন।

একটী বৃদ্ধা স্ত্রী দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিল। উপস্থিত হইবামাত্র "আসুন" বলিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। সকলেই অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমভিব্যাহারী পুরুষ অট্টালিকার দ্বিতীয় তলের একটী পার্শ্বস্থ কক্ষ দেখাইয়া,—"আপনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করুন" আমি এখানে থাকিলাম, ডাকিবেন, আপনার সঙ্গে শিবির পর্য্যন্ত যাইব, বলিয়া প্রস্থান করিল। বৃদ্ধা "আসুন" বলিয়া অগ্রে কক্ষমধ্যে গেল। কুমারও যাইতে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, কক্ষটী প্রশস্ত বটে, ধবল প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়ায়, বর্ণলেপের আবশ্যক হয় নাই। ভিত্তিসন্নিকর্ষে একখান পর্য্যঙ্কে একটী কৃশাঙ্গিনী রমণী শয়ানা রহিয়াছে। তাঁহার মস্তকের অদূরে একটী ক্ষীণালোক, স্বীয় মন্দীভূত প্রভাজাল শয়ানার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ করিতেছে।

কুমার দাঁড়াইয়াই রহিলেন। যেন চিত্রনর—জ্ঞানশূন্য।

কুমারের মানসিক অবস্থা কি, আর কি ভাবিতেছেন, কে বলিবে? তাঁহার মন এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, তিনি কোন্ পথে, কি প্রকারে, আর কোথায় বা আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার অবগতি নাই।

অনেকক্ষণ পরে, স্বীয় হৃদয়স্থ মোহিনী মূর্ত্তির সহিত সংগতি করিতে শয্যা-শায়িনীকে চিনিলেন। অমনি নেত্রে জল আসিল। পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এ সেই মূর্ত্তি।

কামিনী নিদ্রিতা। বৃদ্ধা তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল। মৃদুস্বরে কহিল উঠ।—আবার কহিল, উঠ!—

বৃদ্ধার করস্পর্শে শয়ানার যেন চৈতন্য হইল। সহসা উঠিলেন। তাঁহার নয়ন একবার চারিদিক ফিরিয়া দণ্ডায়মান পুরুষের উপর রহিল, স্থির হইয়াই রহিল। "ভগবন্! ভগবন্!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা দেখিলেন, কুমারী যেন উন্মত্তা আর যে শব্দটী উচ্চরিত হইল, সে প্রলাপ। ভাবিলেন, এ আবার কি? এখনও কি নিদ্রা বিভ্রম। করের অঙ্গুলি চাপিলেন,—ও কি,—তোমার হৃদয়ের অতিথি, সমুচিত অভ্যর্থনা কর!—

এবার বাস্তবিক চৈতন্য হইল। যেমন চৈতন্য হইল, অমনি মস্তকাভ্যন্তর যেন সম্ভ্রমে পুরিয়া গেল। চক্ষের

উপর চক্ষু ছিল, কাড়িয়া লইলেন। একেবারে দাঁড়াইলেন। পার্শ্বদেশে হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া "বসুন" বলিয়া আবার বসিলেন।—

কুমার অগত্যা যেন বসিলেন। তাঁহার চক্ষে জল বহিতেছে। কেহ কিছু বলিল না।

কুমারীর হৃদয়ে যেন একটু একটু লজ্জা,—আবার একটু একটু সঙ্কোচ হইতেছে। কি বলিবেন, ভাবিতেছেন—বক্তব্য কিছুই যেন দেখেন না। হৃদয়! কৈ, কিছু যে বল না? কি জন্য ডাকিয়াছ! এইত তিনি আসিয়াছেন,—আঃ, এই যে গতমাত্র বড়ই ব্যাকুল হইতেছিলে; কতই কল্পনা, কত কথাই বলিবে বলিবে করিতেছিলে!—

কি জন্য ডাকিয়াছেন আর কিই বা বলিবেন, কিছুই স্থির হইল না।

কুমার কহিলেন, রাজপুত্রি! এ অধন্যকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

কুমারীর স্বর আহত ও ক্ষীণ—কি? কৃতার্থ! না, আমি আপনাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি।

সে দুর্দ্দৈব।—এক্ষণ কি জন্য স্মরণ,—আর কি সম্পন্ন করিতে হইবে?

কি জন্য,—জানি না। সম্পাদ্যও কিছু নাই, তবে এক ভিক্ষা, ক্ষমা—উন্নিদ্রায় অনেক দিনের শুষ্ক নয়ন সরস, ক্রমে জলপরিপূর্ণ হইল, কহিলেন ক্ষমা—আমি শত অপরাধিনী।—

ক্ষমা, আমিই চাহি, বলিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুভারে অবনত হইয়া আসিল।

যুবরাজ! কুলদ্বয়ের বৈরতা,—এত দিন ছায়ামাত্র ছিল, কিন্তু এই পাপিয়সীই আকারে পরিণত করিয়াছে।— হা! আমি-রাক্ষসী, এ বংশদ্বয়—কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধাও হা! হতবিধে! বলিয়া কাঁদিতেছেন আর উভয়কে সান্ত্বনা করিতেছেন।

রাজনন্দিনী কহিলেন, এ জন্মে আর কিছুই বক্তব্য নাই, তবে এক ক্ষমা,—তা বিনি হৃদয়ে থাকিবেন; তাঁহার নিকট চাহিব, তিনি না করেন,—ঈশ্বর—

(ক্রন্দন) যুবরাজ! এ শত্রুপুরী,—কি জানি—আপনার আর থাকিবার আবশ্যক নাই, আসুন, আমাকে রাখিয়া যান, উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া যান, বলিয়া একেবারে অসংকোচে কুমারের হস্ত ধারণ করিলেন। সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাঙ্গনের প্রান্তদেশে একটী প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৃদ্ধাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কতক গুলি শুষ্ক কাষ্ঠ একস্থানে রাশীকৃত রহিয়াছে। কুমারীর কেশভার অবিন্যস্ত, নেত্রে ধারা বহিতেছে। কহিলেন, রাজকুমার! অভাগিনীর এই শেষ অনুনয়, ক্ষমা করিবেন। এই হুতাশন ঐ কাষ্ঠরাশি, এই বস্ত্রদ্বয় এ জীবনের আশ্রয় হইবে

বলিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। আর এক কথা,—আমি এই দ্বার রুদ্ধ করিলাম। যদি আপনি জয়ী হন, যদি এ দ্বার উদ্ঘাটন করেন! দেখা হইবে।

আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার অনুগামিনী হইতে পারিতাম, কিন্তু আপনার কলঙ্ক হইবে,—আর যদিচ আমার ধর্ম্মতঃ অসংগত নাই, ঈশ্বরের নিকট অপ-রাধিনী হইব না, কিন্তু যখন সকলে আমার চরিত্রে দোষারোপ করিবে—স্বৈরিণী বলিবে,—তাহা আ-মার প্রাণে সহ্য হইবে না, জগদীশ্বর যদি আমাদের প্রতি প্রতিকূল হন, তবে এই শেষ দেখা—

(দ্বারে অর্গলপাত।)

কুমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বলিলেন—

আমি পিতা, মাতা, প্রিয়তমা জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছি। যদি বিদেশে প্রাণ যায়,—আর দেখ, হইবেনা। আমার একমাত্র যাচ্ঞা—ও পীযূষময়ী মূর্ত্তি যেন হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারি,—পরিণামে শীতল হইব,—কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই সৈনিক যুবা, যিনি কুমারকে আনিয়াছিলেন, তিনি উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কুমার! এ শত্রু-পুরী, আর থাকিবেন না। হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গেলেন। কুমারও অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শিবিরে আসিয়া বহুতর রোদন করিলেন।

যে মহাপুরুষ কুমারকে আনিয়াছিলেন আবার

লইয়া গেলেন, উনি একজন সপ্তম শ্রেণীস্থ সেনানায়ক। আবার কুমারীর মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা। কুমারীর প্রতি অধিকতর স্নেহ থাকায়, এবং ইহাদিগের পরস্পরের পরিণয়ে এই মহাত্মার সম্পূর্ণ মত ছিল, এজন্য এই দুরূহ ব্যাপার এতদূর সম্পন্ন হইল।

যুবরাজ প্রস্থান করিলে পর, রাজকুমারী নিরুদ্ধ-কক্ষের তলে আসীনা হইলেন। রোদন করিতে লাগি-লেন। ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। দেহস্থ বায়ু প্রবল-রূপে বহির্গত হইতে লাগিল। প্রশ্বাসে বহিস্থ অনীল গ্রহণ করিতে অসমর্থা। অতীব যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, প্রাণ যায়,— লোচন বাষ্পে পরিপূর্ণ, দেখিতে পান না, যেন লূতাজালে নয়ন আচ্ছন্ন।

বৃদ্ধা রাজবালার ধাত্রী—মাতা। তিনিও কাঁদি তেছেন। আকুলস্বরে অশ্রুভূষণা কুমারীকে কহিলেন-বৎসে! কাঁদ কেন? যুবরাজকে তুমি পাইবে।—চিন্তা কি?

মাতঃ—সে চিন্তা না, তাতেও আমি কাঁদিতেছিনা, তবে কি? উঃ কি ভয়ানক!—এখনও হৃদয় কাঁপি-তেছে। আমি বলিতে পারিনা, আমায় ধর, ধর-ধর বৃদ্ধা শশব্যস্তে হস্ত ধারণ করিলেন। ভয় কি, বাছা ভয় কি—(ক্রোড়ে ধারণ)

মাতঃ শ্রবণ করুন! যে কএকদিন যুদ্ধারম্ভ হই-য়াছে, এক মুহূর্ত্তকও নিদ্রা যাই নাই, যাতনাময়ী

যামিনী কেবল চিন্তায় যাপন করিয়াছি। প্রহরাতীত হইল, একটু নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। শুইলাম। উঃ কি ভয়ানক, কি ভয়ানক—

সেই দুর্নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম। উঃ—এখনও যেন সেই অন্ধকার দেখিতেছি। দেখিলাম, যেন আমার শয্যাপার্শ্বে আবক্ষলম্বিত লোহিত-শ্মশ্রু-ধারী আয়তশরীর তাম্রাক্ষ লোহিতমূর্ত্তি, রক্তাম্বর-ধারী এক পুরুষ উপস্থিত হইলেন।

গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বৎসে! উত্তিষ্ঠ" বৃদ্ধা কহিল তারপর।

আমি যেন উঠিলাম। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম। আসন প্রদান করিলাম। তিনি প্রদত্ত আসন গ্রহণ করিলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি কে?

আমি তোমার মত রাজপুত-কামিনীগনের শেষ বা কুলদেবতা। বৎসে! এই যে রাজপুতরক্তে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে, শোভাময়ী নগরী শ্রীহীন হইয়াছে, বিপুল উভয় রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তুমিই এই অনর্থের মূল, তোমার অযথা অভিলাষেই এই যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তোমার সুখের অবসান হইয়াছে, অভিলাষ পূর্ণ হইবেনা, আর কেন; আমার আশ্রয় পরিগ্রহ কর, আমার ক্রোড় তোমা-দিগের সুকোমল শয্যা। তোমার পূর্ব্ব জননীরা এ

সয্যায় শয়ানা হইয়াছিলেন, তুমিও আইস! এই বলিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন উঃ উঃ উঃ—

একেবারে মূর্চ্ছা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় সমর।

দেখুন আমার কার্য্য দেবতা নিকরে।
পরিণয় কালে নারী বসন ভূষণ,
স্বসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জনে,
রঞ্জে-সুকোমল তনু, আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলবস্ত্র সুবর্ণ রতন,
সাধিতে______________, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।

উভয় দলের সংক্ষয় হইয়াছে। আর অধিক নাই, সমুদায়ে শতমাত্রাবশেষ আছে। তবু নিবৃত্তি নাই, সমর হইবে। বীকেনীয়ররাজ চিন্তা করিতেছেন।

আঃ কি কষ্ট! হা অদৃষ্ট—জীবন সত্বে স্ববংশের ধ্বংস দেখিতে হইল! যদি মদীয় হস্তে কুমারের অন্ত হয়, কৈ! আমিত অকণ্টক হইতে পারি না! অনেক আছে যে, কিন্তু আমার অবসানে রাটোর বংশ

অবশ্য অকন্টক হইবে। হা, দৈব! হা পাপীয়সি! তুই এই বংশোদ্যানের ধ্বংস করিতেই কুসুমরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিলি!—তোর অবচিতি অবশ্যম্ভাবী দেখিতেছি, ইহা শত্রুপরাভূত জীবনে সহ্য হইবেক না। আমার জয় হইলেওত অব্যাহতি নাই, কান্যকুব্জরাজ আসিবেন যে? আবার শুনিয়াছি যে, আমার জয় হইলে কুমারী ইন্দুমতী অগ্নিপ্রবেশ করিবে। হা, হত ভাগিনি! তুমি আমার অঙ্গজা নহ তুমি ভুজগী,—আমাকেই দগ্ধ করিতে আসিয়াছ। জীবন! শত্রুপরাভূত হইয়া কি তোমার থাকা উচিত? আর না—প্রস্তুত হও, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।—

যুদ্ধ হইবে। উভয়ে প্রস্তুত, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেনা চাহি না, দ্বৈরথ যুদ্ধ, বাহু যুদ্ধ, উভয়ে করিকরাকৃতি ভুজযুগল চন্দনে চর্চ্চিত করতঃ বাম করে দীপ্তিমান ফলক, দক্ষিণে ভাস্থর করবাল গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উভয়েই উভয়ের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আজমীরপতি একবার নিজ লোহিতায়ত নেত্র চতুর্দ্দিগে ফিরাইলেন, যেন জন্মের মতন ফিরাইলেন, নেত্রে ধারা বহিল। দেখিলেন, অবশিষ্ট করি, তুরগ, পদাতি সকলেই রোদন করিতেছে। অবস্থানুরূপ ব্যসন অনুভব করিয়া রোদন করিতেছে। নয়ন অন্য দিকে ফিরাইলেন, সেদিকে সংকলিত বীরমানুষ

ও বদ্ধপরিকর যোধগণকে শৃগালে আকর্ষণ করিতেছে, আঃ কি কষ্ট! নয়ন সেদিকেও রাখিতে পারিলেন না, অন্য দিকে ফিরাইতে, দেখেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আঃ আবার কি!—বুঝিলেন, আর্ত্তরব শুনিয়া বুঝিলেন যে, নিহতপুত্রা বীরমাতা সকল রক্তাংশুক-পরিবৃতা বধূগণের সহিত অনুমৃতা হইল। মনে মনে প্রশংসা করিলেন, সাধু—বীরমাতঃ! তোমরা জন্মান্তরে অনিহতপুত্রা হইবে,—বলিতে বলিতে বক্ষঃ-প্লাবিত হইতে লাগিল। কহিলেন, আর না, নয়ন! আর না, নিবৃত্ত হও, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, নয়ন নিমীলিত করিয়া পৃথিবী অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

অনেক কষ্টে মনোবেদনা সম্বরণ করিলেন। নেত্র আবার উন্মীলিত হইল। কুমারের উপর স্থাপিত হইল। মহারাজ কুমারের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন।

হাঃ। হত ভাগিনি! তুমি অন্বেষণ করিয়া অনুরূপ রত্নই মিলাইয়াছিলে? কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইবে না। আমিই পাপিষ্ঠ,—বলিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ! এ কি? উঠুন উঠুন, এ দীনতার সময় না, কাতরের সময় না, উঠুন উঠুন বলিয়া কুমার ঈষৎ হাসিয়া মহারাজের কর ধারণ করিলেন।

কুমারের করস্পর্শে তাঁহার লোহিতাক্ষ চক্ষু কোকনদের ন্যায় স্ফুটিত হইল। দেখিয়া কুমার গর্ব্ব-পূর্ণ গম্ভীর স্বরে আবার কহিলেন, মহারাজ! গেহলোট বংশে কখনই কাতরতা আশ্রয় লয় নাই—উঠুন আপনি সুক্ষত্রিয়, আপনার স্বর্গগমনের জন্য এই নিস্ত্রিংশের ধারাপথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, উঠুন—।

মহারাজ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কহিলেন, হৃদয়! আর না,—আর কেন দলিত হও, উঠ! যাতনার অবসান হইবে।—ক্ষাত্র-সুলভ-ক্রোধের উদয় হইল।

নেত্র লোহিত, আরও লোহিত হইল। স্ফুরিতা-ধর দন্তে চাপিলেন। গর্জিয়া "আইস" বলিয়া একে-বারে ভুজগাকার বাহুযুগল লম্বিত করিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারও "স্বস্তি" বলিয়া বাহ্বাস্ফোটন করিয়া দাঁড়া-ইলেন। পরস্পরে প্রহারোদ্যত, সকলে পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

উভয়েই প্লুত, বিপ্লুত চিত্রমণ্ডল প্রভৃতি গতি প্রদর্শন করিতেছেন, সহসা উভয়েই একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন দর্শকেরা দেখিল, তাঁহারা আকাশে, পরে দর্শকগণের দৃষ্টি যখন পৃথিবীতে পড়িল, দেখিল যে, মহারাজের হেমালঙ্কৃত দেহ সম-রাঙ্গনে লুণ্ঠিত হইতেছে। হায়—কি হইল-কি হইল! একেবারে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল। তৎক্ষণাৎ

কি হইল, হা, মহারাজ! বলিয়া অনুচরেরা দৌড়িয়া আসিল। দেখিল, মহারাজের স্কন্ধদেশ অসির আঘাতে ভেদ হইয়াছে, রক্ত প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, মহারাজ অচৈতন্য।

সকলে রোদন করিতে লাগিল। কুমারও সাপরাধীর ন্যায় একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। এখন সুশ্রূষা,—সুশ্রূষা বলিতে কতকগুলি অনুচর সুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ লেপন করিতে লাগিল। ক্রমে বোধ হইল যেন চক্ষু প্রসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সংজ্ঞা হইয়াছে। জলসেক করিলে নেত্র স্ফুটিত হইল, সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তোমরা রোদন করিতেছ কেন ?—রোদন—বিষয় কি, বলিতে উঃ—। জিহ্বা অবলেহিত হইয়া বাহির হইল। সকলে বুঝিল যে, পিপাসা, জল চাহিতেছেন। জিহ্বাগ্রে অল্প অল্প জল প্রসেক করা হইল, অমনি চুপ করিলেন।

কতক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। রক্তকলুষিত চক্ষু আবার ফিরিয়া কুমারের মুখের উপর গেল, যেন কিছু বলিবেন বলিবেন। কুমারও বুঝিলেন, যেন কিছু বলিবেন বলিলেন, অনুমতি হউক—

তুমি রাটোর বংশের সুযশ আকর্ষণ—লক্ষ্মী সে পাপীয়সী তোমাতে-অনু—চক্ষু মুদিত হইল,—আর স্পন্দ নাই, মৃত্যু আসন্ন। সকলেই কাঁদিতেছে!

আবার নেত্র বিকাশ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের

ন্যায় বিকাশ হইল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, বাক্‌শক্তি নাই। যে নিকটে ছিল, তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সে বুঝিয়া সরোদনে কহিল, আজ্ঞা হউক,—

একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, না,—অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কর্ণ দেখাইলেন। সে বুঝিল যে কানে কানে বলিবেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অধরের নিকট কর্ণ পাতিলেন। তিনি কি বলিলেন, আর অনুচর পুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে নগরাভিমুখে বেগে চলিয়াগেল। মহারাজের নয়ন আর উন্মীবিত হইল না।

মহারাজের মৃত্যু নিশ্চয় হইল। সকলে উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতেছে। কুমারের চক্ষেও ধারা বহি-তেছে। কুমার "সৎকারের উদ্যোগ হউক" বলিয়া অনুচর বর্গকে আদেশ করিয়া রক্তাক্ত করবাল গ্রহণ করতঃ পুরমধ্যে চলিলেন।

কুমার যাইতেছেন। প্রিয়তমাদর্শনে যাইতে-ছেন। মনোরথ পূর্ণ, শশধর করতলে জানিয়াও তাঁহার চিত্তস্ফুর্ত্তি হইতেছে না। হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, "সে ব্যক্তি কোথায় গেল, দৌড়িয়া গেল কেন?" ওঃ এই দুরবগাহ সমরার্ণব উত্তীর্ণ হইলাম, তবে কেন,—হৃদয়! কেন আনন্দিত হইতেছ না,—আহা! জীবিতেশ্বরী

কোথায়? নাজানি কেমন আছেন? পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল কি ম্লান হইবেক না? তিনি কি জীবিতা থাকিবেন? না জীবিতা আছেন? যদি থাকেন, তবে আমাকে কি তিরস্কার করিবেন? দেখা হইলেই বা আমি কি বলিব? এই কষ্টপ্রদ সংবাদ দিতে আমার লজ্জা হইবে না? হাঃ লজ্জে! তুমি কি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ! নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় উদ্ভিন্ন হইতে লাগিল।

যাইতেছেন, মনের শৃঙ্খলা নাই। যাইতেছেন— অকস্মাৎ কি একটী শব্দ (সে অতি ভীষণ হুহুউঃ) ইত্যাকার শব্দ কর্ণে প্রধ্মাপিত হইল। অমনি চঞ্চল হইলেন। চঞ্চল নয়ন ফিরাইয়া দেখেন গগনতল ধূমময়। প্রজ্বলিত হুতাশন মহাশব্দে নভোমণ্ডল গ্রাস করিতে উঠিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রিয়ার অনিষ্টাশঙ্কা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; মর্ম্মচ্ছেদ হইল। অমনি উন্মত্তের ন্যায় হায় কি হইল, কি হইল, বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই অগ্নি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন।

নিমেষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। অগ্নিস্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই উদ্যান, সেই অট্টালিকা, যেখানে গতরাত্রে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ছিল, যে গৃহের দ্বার কালকার রুদ্ধ এখনও আছে, এ অগ্নি সেই স্থান হইতে উঠিতেছে, দেখিতে পাইলেন।

হাঃ প্রিয়ে! বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন, প্রাচীরের চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না, দ্বার বন্ধ। ডাকিলেন, বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। উত্তর নাই। দ্বার ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইল, বেগে চরণ আস্ফালন করিতে, বীণার ন্যায় সুমধুর তিনটী স্বর কর্ণে বাজিল, যেন সংগীত—

দুঃসহ দুখের নিশি হইল প্রভাত।
অনিত্য সংসার মায়া, যেমন আকাশ ছায়া,
ছাড়িতে বাসনা আজ্ হলো অকস্মাৎ।
শুন শুন শুন প্রিয় ভগিনী সকলে।
ত্যজিব অসার দেহ, আনন্দে বিদায় দেহ,
ফুল্ল সবাকার মুখ হেরি পশি অনলে।
সস্নেহ নয়নে সবে সহচরিগণ,
চাহিয়া আমার প্রতি, বাড়াও মনের প্রীতি,
শেষ দেখা দেখ দেখি জনম মতন।
সবার নয়নে কেন হেরি অশ্রুজল।
শুনহে যত সঙ্গিনী, হব প্রাণেশ-সঙ্গিনী,
সুখ শুভ সমাগমে রোদনে কি ফল।
দুঃখের সহিত সখী দেখা এই শেষ।

শুনিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আর ধৈর্য্য কোথায়! দ্বারে পদাঘাত করিলেন। মৃত্যু নিরপেক্ষ

হইয়া বেগে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে কবাট চূর্ণ হইল। দেখিতে পাইলেন, অগ্নি নভস্তল ব্যাপিয়াছে, সম্মুখে দুইজন পুরুষ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আর তিনটী রমণী ঐশ্বর্য্যসম্পান্না একটী বৃদ্ধার সহিত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, পরস্পরে হস্ত ধারণ করিয়া অগ্নিমধ্যে পদার্পণ করিল। কুমার বাহু প্রসার করিয়া অমনি আর কেন? দাঁড়াও আমিও যাইব, বলিয়া মহাবেগে অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

দণ্ডায়মান পুরুষদ্বয় রোদন করিতে ছিল, এই ব্যাপার দেখিয়া, হা! কি সর্ব্বনাশ! এ সর্ব্বনাশ আবার কে করিল? বলিয়া অগ্নিমধ্যে লম্ফ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহু প্রসারণ করিরা যুবরাজ আর সেই দগ্ধপ্রায়া তিনটী রমণীকে বলে আকর্ষণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, হইবামাত্র উভয়েই অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

				অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	পত্র	১২	পঙ্ক্তি	উপ	উপা
৬	”	১২	”	সমুদ্ভূত	সমুদ্ভুত
১৬	”	৮	”	সম্বন্ধ	সম্বন্ধ
২১	”	২	”	শখিতে	শিখিতে
২২	”	১০	”	ধর্ম্মভস্মের	ধর্ম্মভস্মের
২৩	”	৪	”	চিত্তাম্বরে	চিত্তাম্বরে
২৯	”	৬	”	তাঁহাকে	তাহাকে
৩০	”	১৭	”	নৌহার্গল	লৌহার্গল
৪১	”	১৭	”	চন্দ্রেরশ্মি	চন্দ্ররশ্মি
৮২	”	১৪	”	দেখ,	দেখ।
৮৫	”	৭	”	ভূষণ	ভূষণে

বিজ্ঞাপন।